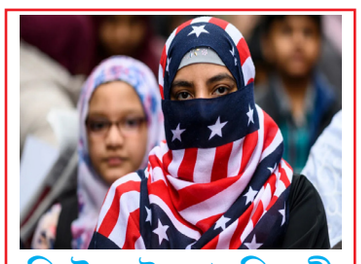

ব্রিটেনে ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণার রেকর্ডসংখ্যক অভিযোগ

সারে-জমিন

হাসপাতাল চত্বরে গাছ কাটার অভিযোগে ছুটিতে বিএমওএইচ

রূপসী বাংলা

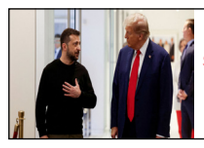

ইউক্রেনের সঙ্গে তাহলে কি ট্রাম্প বিশ্বাসঘাতকতা করেননি!

সম্পাদকীয়

ইনসাফ কায়েমে মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ

দাওয়াত

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরুর দিনে র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় পরিবর্তন

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
৭ ফাল্গুন ১৪৩১
২১ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 50 ■ Daily APONZONE ■ 20 February 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসছেন রেখা গুপ্ত, আজ শপথ

আপনজন ডেস্ক: সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসছেন শালিমার বাগের বিধায়ক রেখা গুপ্ত। বুধবার রাতে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠকে তাকে পরিষদীয় দলনেত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়া রেখা গুপ্ত শপথ নেবেন। সদ্য সমাপ্ত হওয়া দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে ২৭ বছর পর দিল্লি শাসনের সুযোগ পেয়েছে পদ্ম শিবির। দিল্লিতে ৭০ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৪৮ টি আসনে জয়ী হয়েছে পদ্ম শিবির। আম আদমি পার্টি ঝুলিতে গেছে মাত্র ২২ টি আসন। ২৭ বছর বাদে দিল্লির কুর্শীতে কাকে বসানো হবে? তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চলছিল জোরদার জল্পনা। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে অনেকেই এগিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রথমে দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে পরাজিত করা প্রবেশ বর্মা। নয়া দিল্লি আসনের বিধায়ক আবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাহিব সিং বর্মার ছেলে। এছাড়া জনক পুরী আসন থেকে জয়ী আশীষ সুদের নাম নিয়ে চর্চা

চলছিল, যিনি আবার বিজেপি নেতৃত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এছাড়া রোহিনীর বিধায়ক বিজেন্দ্র গুপ্ত, মালবীয় নগরের বিধায়ক সতীশ উপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। বৈশ্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তথা আরএসএসের শীর্ষ পদাধিকারী জিতেন্দ্র মহাজন ও উত্তম নগরের বিধায়ক পবন শর্মার নাম নিয়েও জোর জল্পনা ছিল। এবার দিল্লিতে যে ৪৮ জন বিধায়ক পদ্ম শিবিরের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তার মধ্যে মহিলা মাত্র চারজন। এই চারজন মহিলা বিধায়ক হলেন রেখা গুপ্তা, পুনম শর্মা, শিখা রায় ও নীলম পহলওয়ান। রেখা গুপ্ত যিনি বণিক সমাজের প্রতিনিধি এবং অপরজন গ্রেটার কৈলাস থেকে নির্বাচিত হওয়া শিখা রায়। তবে সবাইকে টেক্কা দিয়ে প্রথমবার বিধায়ক হওয়া রেখা হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

মমতাকে নিয়ে মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া কুনালের

মমতার জঙ্গি যোগ প্রমাণ করতে না পারলে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চান শুভেন্দু

আপনজন ডেস্ক: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনকে ‘সন্ত্রাসবাদী সরকার’ আখ্যা দিয়ে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চলতি বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বাকযুদ্ধ আরও বেড়ে যায় যখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্পিকারের দিকে কাগজ ছুঁড়ে মারার জন্য বরখাস্ত হওয়ার পরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ করেন।শুভেন্দু অধিকারী জঙ্গি সংগঠন আনসারুল বাংলা এবং কাশ্মীরি জঙ্গি জাভেদ মুন্সির সঙ্গে সরকারের যোগসাজশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।
শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগকে মানহানিকর আখ্যা দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করেন কুনাল ঘোষ।
তিনি বলেন, শুভেন্দু ভিত্তিহীন মানহানির কাজ করছেন। মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কী দেননি? বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বই তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু এখন তিনি তাঁকে আক্রমণ করছেন। তার বিবেক কি তাকে কষ্ট দেয় না?’
২০২৬ সালের নির্বাচনে নন্দীগ্রামে নিজের আসন হারাবেন বলে শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করেন কুনাল ঘোষ। শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ করে কুনাল ঘোষ বলেন, আপনাদের দাবি প্রমাণ করার জন্য আমি ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। আপনি যদি তা করতে ব্যর্থ হন তবে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইবেন, বা স্বীকার করুন যে তিনি ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন। মঙ্গলবার, মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী ও মৌলবাদীদের যোগাযোগ রয়েছে বলে শুভেন্দু অভিযোগ করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই অভিযোগগুলি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, ‘যদি কেউ এই জাতীয় দাবি প্রমাণ করতে পারে তবে আমি অবিলম্বে আমার পদ থেকে পদত্যাগ করব।’
বিধানসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ভিত্তিহীন মন্তব্যের জন্য বিজেপির বিধায়কদের সমালোচনা করেন এবং ঘোষণা করেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শীঘ্রই তার বিরুদ্ধে এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিত অভিযোগের বিষয়ে চিঠি লিখবেন।

অন্ধ্রপ্রদেশেও মুসলিম কর্মীরা আগাম ছুটি পাচ্ছেন রমজান মাস জুড়ে

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন রমজান মাসে সরকারি মুসলিম কর্মীদের এক ঘন্টা আগে ছুটি দেওয়ার ঘোষণা করেছিল তেলেঙ্গানা সরকার। এবার সেই পথে হাঁটল অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর সরকার। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম ও বিজেপি জোট সরকার সমস্ত মুসলিম কর্মচারীদের রমজান উপলক্ষে ২ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত এক ঘন্টা আগে অফিস ছাড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে অন্দ্রপ্রদেশের বি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (পলিটিক্যাল) মুকেশ কুমার মিনা বলেছেন, এতদ্বারা সকল কর্মচারীকে অনুমতি দেওয়া হল যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাদের জন্য পবিত্র রমজান মাসে সব কর্মদিবসে অফিস/স্কুল বন্ধের সময়ের এক ঘন্টা আগে ছুটি দেওয়া হবে। ২ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই ছুটি প্রযোজ্য থাকবে হবে। ওয়ার্ড ও পঞ্চায়েতে কর্মরত সব মুসলিম চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্সিং কর্মীকেও এই ছাড় দেওয়া হয়েছে।

গুজরাতের বাজেটে সংখ্যালঘু খাতে ১৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দাবি

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তথা সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তায় মুজাহিদ নাফিসের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটি গুজরাট ২০২৫-২৬ সালের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে একটি বিস্তৃত বাজেট প্রস্তাব জমা দিয়েছে। রাজ্যের সংখ্যালঘু জনসংখ্যা, মোট জনসংখ্যার ১১.৫%, যার মধ্যে মুসলমান (৯.৭%), জৈন (১.০%), খ্রিস্টান (০.৫%), শিখ (০.১%), বৌদ্ধ (০.১%) এবং অন্যান্য (০.১%) রয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের মতে, গুজরাতে প্রায় ১০.১৮% মুসলিম মেয়ে প্রাথমিক স্তরে স্কুল ছুট এবং গ্রামীণ ও শহুরে উভয় অঞ্চলেই বেকারত্বের হার ক্রমাগত বাড়ছে।
এই বিষয়গুলির আলোকে, এমসিসিজি সংখ্যালঘুদের দ্বারা সম্মুখীন উন্নয়নমূলক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য রাজ্যের আসন্ন বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দাবি করেছে। বাজেট প্রস্তাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং তাদের অনন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিকল্পিত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য মোট ১৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বাজেটে উল্লিখিত মূল প্রস্তাবগুলির

মধ্যে রয়েছে: সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠন, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ, অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, সুরক্ষা ও সমাজকল্যাণ প্রভৃতি।
এছাড়া সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একগুচ্ছ সাংবিধানিক দাবি অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবিও জানিয়েছে এমসিসিজি। এর মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন প্রবর্তন এবং গণপিটুনির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন, পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ১৫ দফা কর্মসূচির পূর্ণ বাস্তবায়ন।
এমসিসিজি বলেছে যে এই বরাদ্দ ও পদক্ষেপের মাধ্যমে গুজরাট তার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতি করতে পারে, সংবিধানে উল্লিখিত ন্যায়বিচার ও সাম্যের মৌলিক নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সামাজিক সুরক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারে।

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY Next Generation

THE ECO PALACE

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে। হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ। TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

বিশ্ব বাংলা গেটের পাশেই

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

RERA Applied and Loan Facility available

CONTACT US
8910055804 | 8910306750 | 9007369234 | 9830405211
বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

WE'RE HIRING!

Salary
Rs. 8000 to Rs. 15000

TEACHERS

We are looking for
- Montessori Trained Teachers
- English Teachers
- Math Teachers
- Physics Teachers
- Chemistry Teachers
- Biology Teachers

Fluency in english is must

Send your CV to:
ilmaschoolbaruipur@gmail.com
9231510342

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

বিক্ষোভ মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লক ভূমি রাজস্ব দফতরে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, দালাল চক্রের রমরমা-সহ বিভিন্ন অভিযোগে বুধবার বড়ঞা ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরে বিক্ষোভ দেখালেন কুলি ও খোরজুনা অঞ্চলের বাসিন্দাদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বারাবার আবেদন জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, দালাল চক্রের রমরমা-সহ বিভিন্ন অভিযোগে বুধবার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে বিক্ষোভ দেখালেন কুলি, সাহাপুকুর, ফরিদপুর, বাসিন্দাদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বারাবার আবেদন জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি।এ দিন দুপুরে প্রায় জনা চল্লিশেক বাসিন্দা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে ঢুকতে দালাল চক্র তাদের বাধা দেয় , তখন স্থানীয় বাসিন্দারা চিৎকার জুড়ে দেন। দ্রুত কাজ করার জন্য আবেদনও করা হয় বিএলআরওকে। বড়ঞা বিএলআরও বলেন, সবেমাত্র আমি কাল জয়েন করেছি । বিষয়টা দেখে আমি দ্রুত নিষ্পত্তি করার আশ্বাস দেন। সাহা পুকুরের বাসিন্দা, লাল শেখ, হামজার আলী, সহিদুল্লাহ শেখ, ফিরোজ শেখ, নেবেস সেখ, বলেন পূর্বপুরুষ থেকে আমরা এই জায়গায় বসবাস করে আসছি হঠাৎ করে দেখি বিএলআরও অফিস থেকে নোটিশ, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে গিয়ে দেখি সেখানে কেউ আসছে না। বাবার যাচ্ছি আর আমরা ঘুরে ঘুরে আসছি। এইভাবে দিনের পর দিন আমাদিকে হয়রানি করছে বলে বিক্ষোভ দেখাই গ্রামবাসীরা। সেই খবর পেয়ে যখন খবর সংগ্রহ করতে যাই আমাদের প্রতিনিধি তখন তাকে খবরে বাধা দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা হামজার আলী অভিযোগ করেন, বড়ঞা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে কিছু জমি মাফিয়া দালাল চক্র কাজ করছে। রাতে আমার নামে জায়গা আছে বিকেলে দেখি অন্যজনের নামে হয়ে গেছে ভূতুরা ব্যাপার। সাহিদুল্লা বলেন জমি মাফিয়া রা এইভাবে দিনের পর দিন কাজগুলি করে যাচ্ছে।

চারঘাট গার্লস স্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসব

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: বর্ণাঢ্য সূচনা হল স্বরূপনগরের চারঘাট গার্লস হাই স্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসবে। কেক কেটে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনায় সামিল হন শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, পরিচালন সমিতি এবং এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীরা। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্তি হলেও আগামী শুক্রবার এবং শনিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, স্বরূপনগর ব্লকের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঐতিহ্যবাহী চারঘাট গার্লস হাই স্কুল। আজ থেকে ২৫ বছর আগে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সময়ের শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে মেয়েদের শিক্ষার চেতনা থেকেই বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। এবছর ২৫ বছর পূর্তিতে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে রজত জয়ন্তী উৎসব।
এদিন সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী ঢাকি সম্রাট গোকুল চন্দ্র দাস। তিনি বিদ্যালয় এর পতাকা এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সবুজায়নের বার্তা দিয়ে বৃক্ষরোপণও করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে আগামী দু'দিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়অ হয়েছে বলে জানান বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ইন্দ্রানী দাস। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ভৈরব মিত্র অনুষ্ঠান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইফকো-র প্রযুক্তি নিয়ে চাষিদের সঙ্গে বৈঠক

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: ইফকো-র নতুন প্রযুক্তি চাষীদের মধ্যে পৌঁছে দিতে ইফকোর সেলসম্যানদের সাথে বিশেষ বৈঠক করল ইফকো-র একাধিক জেলা আধিকারিকেরা সহ ক্ষেত্র আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য আজ অর্থাৎ বুধবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মল্লারপুর নঈসুভা দীক্ষাভবনে রামপুরহাট সাব ডিভিশন এলাকার একাধিক ইফকো-র সেলসম্যান দের নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা চক্রের আয়োজন করল ইফকো-র বিভিন্ন আধিকারিক থেকে শুরু করে ক্ষেত্র আধিকারিকেরা। এদিন আলোচনা চক্রের মূল বিষয়বস্তু ছিল বর্তমান যুগে ইফকো-র ন্যানো প্রযুক্তির ওপর যে সমস্ত রাসায়নিক সার রয়েছে তার ব্যবহার চাষিরা ঠিক কিভাবে প্রয়োগ করবে সে বিষয়েই এই আধিকারিকেরা সেলসম্যানদের নিয়ে আলোচনা করল। বুধবার মল্লারপুরের দীক্ষা ভবনে এই আলোচনা পর্ব চলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইফকো-র একাধিক আধিকারিক থেকে শুরু করে ক্ষেত্র আধিকারিকেরা, মল্লারপুর নঈসুভার কর্ণধার সাধন সিংহ সহ রামপুরহাট সাব ডিভিশন এলাকার ইফকো-র একাধিক সেলসম্যান।

নার্সিংহোমের বিল ২৩ লাখ, পুরো টাকা মেটাতে না পারায় রোগীর ছুটি নিয়ে সংশয়!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: গলব্লাডারে পাথর হয়েছিল, ল্যাপারোস্কপি করে সেই পাথর বের করতে গিয়ে বিপত্তি! নার্সিংহোম সরকারি হাসপাতাল ঘুরে কলকাতার বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসায় তেইশ লাখ খরচ। গয়না বন্দক দিয়ে চিকিৎসার খরচ চালাতে হয়েছে দাবী, রোগীর পরিবারের। পুরো টাকা মেটাতে না পারায় রোগীর ছুটি নিয়ে সংশয়!
গল ব্লাডারে পাথর অস্ত্রোপচার এখন খুবই সাধারন বিষয়। সেই সাধারন অস্ত্রপচারের পর জলের মত টাকা খরচ আর রোগীর জীবন সংশয় হবে ভাবতেই পারেননি রাউত পরিবার।
চুঁচুড়ার সাহাগঞ্জ পাত্র পুকুরের বাসিন্দা সঙ্গিতা রাউত (৪৬)। শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালের একজন গ্রুপ ডি স্বাস্থ্য কর্মি। তার গলব্লাডারে পাথর ধরা পড়ে গত বছর অক্টোবর মাসে। স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়ে পরীক্ষা করান। অস্ত্রোপচার করাতে হবে জানান ওই চিকিৎসক। এরপর চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক প্রকাশ সামন্তর কাছে রোগীকে নিয়ে যায় তার পরিবার। চিকিৎসক তাকে চুঁচুড়ার একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে ল্যাপারোস্কপি করেন গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪। পাথর বেরিয়ে গেলে ১ লা জানুয়ারী ছুটি দিয়ে দেন। বাড়ি গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এরপর আবার চিকিৎসক সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করেন রোগীর পরিবার। চিকিৎসক তাদের জানান,অস্ত্রপচারের পর এরকম হতে পারে। সেলাই কাটার পর ঠিক হয়ে যাবে। আরো কয়েকদিন পর রোগীর পেট ফুলতে থাকে। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। চুঁচুড়া হাসাপাতালে দশ দিন ভর্তি থাকার পর ছুটি দেওয়া হয়। বাড়ি ফিরে আবার সমস্যা আবার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া। চিকিৎসা আবার নার্সিংহোমে ভর্তি হতে বলেন। নার্সিংহোম জানিয়ে দেয় তাদের সেই পরিকাঠামো নেই। তাই আবারও চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে যখন কিছুই হচ্ছে না রোগীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। হাসপাতাল তাকে কলকাতা রেফার করে। সঙ্গিতার ছেলে অনিকেত বলেন,এরপর মাকে নিয়ে আনন্দপুরে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করি। আমি বেসরকারী একটি সংস্থায় কাজ করি। সেখানে সাড়ে চার লক্ষ টাকার মেডিক্লেম করা আছে। হাসপাতালে সেটা জানালে তারা বলে এতে হবে হয়ত আরো কিছু টাকা লাগতে পারে। সেখানে চিকিৎসা চলতে থাকে। মেডিক্লেমের টাকা শেষ হওয়ার পরেও আরো ৭ লক্ষ টাকা আমরা হাসপাতালে জমা দিই। কুড়ি দিনে ২২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বিল হয়েছে। নিজেদের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের গয়না বন্দক দিয়ে টাকা জোগাড় করেছি। কিন্তু এত টাকা আমরা দিতে পারিনি। ওই হাসপাতলে মা আপাতত সুস্থ হয়েছে। পেটের পাশ দিয়ে চ্যানেল কেটে মল বেরোনোর রাস্তা করে দিয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন পেটের ইনফেকশন ঠিক হলে আবার অস্ত্রপ্রচার করতে হবে। তখন আরো টাকা দরকার।
চুঁচুড়ায় যে অস্ত্রপচার হয়েছিল সেখানে সঙ্গীতার স্বামী অঞ্জন রাউত হুগলি মহসীন কলেজের গ্রুপ ডি কর্মী। তিনি নিজেও কিডনির অসুখে ভুগছেন। তিনি বলেন,এত টাকা আমাদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং হুগলি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। প্রয়োজনে আমরা ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে যাব। এর একটা বিহিত চাই।
চিকিৎসক প্রকাশ সামন্ত ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন ওই পরিবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।
অস্ত্রোপচার এক মাসের বেশি আগে হয়েছে। তার পর কিছু হয়েছে কিনা সেটা বলতে পারব না।
হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলিকর বলেন,কোন টেকনিক্যাল বিষয় হতে পারে। বিষয়টা ভালোভাবে জানতে হবে। কি থেকে কি হয়েছে। ওই পরিবার অভিযোগ জানালে এই ঘটনা তদন্ত হবে।

একাধিক দাবিতে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক আইনজীবীদের

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল আদালতে নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিচারক নেই কোন পোকসো আদালত। ডায়মন্ড হারবার আদালতে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয়নি এমনই বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিল ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা। বুধবার দুপুরে বার অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকের এমনই সিদ্ধান্ত নিল ডায়মন্ডহারবার ক্রিমিনাল কোর্টের আইনজীবীরা। এর ফলে সমস্যার মধ্যে পড়েছে ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্টে আসা বিচার প্রার্থীদের পরিবার। ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে ডায়মন্ডহারবার আদালতে দুজন এ সিজিএম নেই। স্পেশাল পকসো আদালত নেই সংস্কার হয়নি আদালত। বারবার জেলা বিচারককে জানিও কোনরকম সুরা হয়নি বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরোতির পথ বেছে নিল আইনজীবীরা। এই বিষয়ে ডায়মন্ড ক্রিমিনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ক্রীতবাস মন্ডল তিনি জানান, দুটো জিএম কোট নেই, স্পেশাল কোট নেই । এমনকি পোকসো আদালত নেই । দীর্ঘদিন ধরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমরা জানি এসছি কিন্তু কোন রকম সুরা হয়নি।
অবশেষে বাধ্য হয়ে আমরা এই অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ম বিরোধীর পথ বেছে নিয়েছি। যতদিন না পর্যন্ত আমাদের দাবী দাওয়া না পূরণ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই কর্ম বিরতি চলবে। আইনজীবী সুদীপ হালদার তিনি জানান, আমাদের ডায়মন্ড হারবার আদালত ঐতিহ্যবাহী আদালত এই ঐতিহ্যবাহী আদালতে সংস্কারের অভাব রয়েছে। আদালতের বিল্ডিং এর সিঁড়ি ভেঙে পড়ে যাচ্ছে আমরা বারবার জানিয়েছি কিন্তু কোন রকম সুরা হয়নি এমনকি বারুইপুর মহকুমার আদালত ও কাকদ্বীপ মহকুমার আদালতে পোকসো আদালত রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী আদালতে কোন পোকসো আদালত নেই। আমরা বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা চিঠি মারফত জানিয়েছি কিন্তু কোন রকম সুরা হয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনজীবীরা কর্ম বিরোতি ডাক দিয়েছি। যতদিন না পর্যন্ত আমাদের এই দাবি দাওয়া পূরণ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই কর্ম বিরতি চলবে

হাসপাতাল চত্বরে গাছ কাটার অভিযোগে ছুটিতে পাঠাল বিএমওএইচকে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কোতুলপুর হাসপাতাল চত্বর এলাকা থেকে একের পর এক গাছ কাটার অভিযোগে সাত দিনের জন্য ছুটিতে পাঠানো হল কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য আধিকারিককে।
বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর জুড়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি পুরনো গাছ স্থানীয়দের দাবি এই গাছ গুলির বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর। এই গাছের তলায় আশ্রয় নিত রোগী রোগীর আত্মীয়রা এবং পথচারীরা। এবার একের পর এক সেই গাছে কোপ। অভিযোগের তীর হাসপাতালের বিএমওএইচ ড. দেবাঞ্জন ঘোষ এর বিরুদ্ধে। বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান কোতুলপুর গ্রামীন হাসপাতালের বিভিন্ন স্টাফেদের কাছ থেকে শোনা গেছে হাসপাতালের আউটডোর চত্বর এলাকা থেকে একাধিক গাছ বিক্রি হয়ে গেছে। এবং কেউ বা কারা সেগুলি নিয়ে গেছে। সেই বিষয়টি নিয়ে বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক২ এর নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করা হয় বিষয়টি তদন্ত করার জন্য। তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে তারা নেতিবাচক রিপোর্ট করে। সত্যি সত্যি ওইখান থেকে গাছ কাটা হয়েছে। যেহেতু এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা। তার জন্যই হাসপাতালের বিএমওএইচ ড. দেবাঞ্জন ঘোষকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। এবং ৭ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে তাকে রিপোর্ট করার জন্য। পাশাপাশি বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি মির্জাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকেও কিছু গাছ কাটা হয়েছে। সেখানে কিছু গাছের গুড়ি রয়ে গেছে।
ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

'সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন' বিষয়ে গবেষণায় দ. কোরিয়া যাচ্ছেন সামিম

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: আবারও মালদহের কালিয়াচকের ভূমিপুত্র ড. সেখ সামিম আখতার বিদেশের মাটিতে গবেষণা করতে পাড়ি দিচ্ছেন । তিনি কালিয়াচকের শেরশাহী অঞ্চলের রসুচক গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার বাবা মুহাম্মদ রাজু সেখ একজন দিনমজুর আর মা সুফিয়া বানু হলেন আশা কর্মী। শেখ সামিম আখতার কালিয়াচক হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে পড়াশোনা শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর ২০১১ সালে চলে যায় আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে রসায়ণবিজ্ঞান বিষয়ে গ্রাজুয়েট ও মাস্টার্স করার পর ঝাড়খন্ডের ধানবাদ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে 'ইলেক্ট্রো কেমিক্যাল কার্বন ডাইঅক্সাইড রিডাক্সন' টপিকের ওপর গবেষণা সম্পন্ন করল। তারপরেও থেমে থাকেনি শেখ সামিম আখতার। তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এই মাসেই অর্থাৎ আগামী সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ার কুমোহ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পোস্ট ডক্টরাল করতে দিচ্ছেন সামিম। তার পোস্ট ডক্টরাল টপিক হল 'সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন।' এছাড়াও সামিম প্রচার বিমুখ স্বভাবের ছেলে এবং সে অত্যন্ত শান্ত, ধর্মপ্রাণ, মিষ্টি ভাষী, মিশুকে স্বভাবের বলে জানান এলাকাবাসী। সামিমের এই গগন-চুম্বী যাত্রার প্রতক্ষ সাক্ষী যারা তারা আজ সামিমের জন্য গর্বিত। সামিমের সাফল্যে তার বাবা মা ও একমাত্র বোন ভীষণ আপ্লুত। এর আগেও কালিয়াচক থেকে অনেকেই গবেষণা করতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। আরও অনেকেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। প্রতি বছর কালিয়াচক থেকে শিক্ষার মান উন্নয়নে ধারাবাহিভাবে ছাপ রেখে যাচ্ছে। কখনও ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, খেলাধুলায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বোর্ড র‍্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশের সেরার সেরা হয়েছেন কালিয়াচকের কৃতি সন্তানরা। গবেষক ড. শেখ সামিম আখতার এর বাবা রাজু শেখ জানান, ছেলেবেলা থেকেই সামিম আক্তার পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী। আমি দিনমজুরের কাজ করি, অর্থাভাবে ছেলেকে সরকারি বিদ্যালয় বাদে কোথাও টিউশনি পড়াতে পারিনি। নিজের মেধার জোরেই আজ সামিম নিজের সাফল্যে এগিয়ে গেছে এতে আমরা অত্যন্ত খুশি। এবং তার মাতা সুফিয়া বানু জানান, আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে আমার ছেলে বিদেশে গবেষণা করতে যাবে। অনেক কষ্ট করে আমরা আমার ছেলেকে বড় করেছি। নিজের পরিশ্রম আর মেধাকে কাজে লাগিয়ে এতদূর পৌঁছে গেছে।

অসুস্থ, তাই হাসপাতালে বেড়ে বসে পরীক্ষা দিল রাজনগর স্কুলের ছাত্রী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২০২৫ শিক্ষা বর্ষের শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। বুধবার ছিল জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা।তার আগের দিন অসুস্থ হয়ে ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে। যার ফলে অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল এদিনের পরীক্ষা ঘিরে। ছাত্রীর পাশাপাশি পরিবারের লোকজন ও একটি বছর নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন।যাক শেষ পর্যন্ত রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি, স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন সহ বিভিন্ন ব্যক্তিদের সহায়তায় পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। অসুস্থ ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে রাজনগর হাই স্কুলের ছাত্রী প্রীতি মন্ডল ।মঙ্গলবার রাত্রে তার নিজ বাড়ী রাজনগর ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রামে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন অসুস্থ ছাত্রীকে তড়িঘড়ি রাজনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। আলিগড়ের শিসাল ফার্ম উচ্চ বিদ্যালয়ে ঐ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যেই আগের সমস্ত বিষয়গুলির পরীক্ষা দেওয়া সম্পন্ন করেছে। কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওই পরীক্ষার্থী সহ গোটা পরিবার চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। পরে রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি রানা প্রতাপ রায় ও রাজনগর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৌশিক দত্ত সহ পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় রাজনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই ওই ছাত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় বলে জানান ছাত্রীর মামা দয়াময় মোশান। সকলের সহযোগিতা না পেলে ভাগ্নীর আর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হতো না, ফলে পুরো একটা বছরই নষ্ট হয়ে যেত । যে সমস্ত মানুষেরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন পরিবারের লোকেরা। রাজনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মহিলা ইমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ড থেকে একটি আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষার হলে মাথা ফাটল পরীক্ষার্থীর

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: মাদ্রাসা বোর্ডের ইতিহাস পরীক্ষার দিনই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের কান্তিপার মাদ্রাসা পরীক্ষাকেন্দ্রে রহটপুর হাই মাদ্রাসার পরীক্ষার্থী শরিফ শেখের মাথা ফেটে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, পরীক্ষার হলে প্রবেশ করার পরই সে অসাবধানতাবশত বসার বেঞ্চ থেকে পড়ে যায়, আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-পরীক্ষকরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় রসাখোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মাথায় গুরুতর চোট লাগলেও আপাতত বিপদমুক্ত শরিফ। তবে পরীক্ষার আগ্রহ এতটাই প্রবল যে কিছুটা সুস্থ হলেই সে পরীক্ষায় অংশ নিতে চায়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার জন্য তাকে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আজলামপুরে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: নদিয়ার থানারপাড়া থানার আজলামপুর গ্রামে একটি মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। আজলামপুর গ্রামের একজন কৃষক তার জমিতে যাওয়ার সময় দেখেন আজলামপুর গ্রাম সংলগ্ন জলঙ্গি নদীর চরে কি যেন পড়ে আছে। একটু কাছাকাছি যেতেই দেখেন পচা গলা দেহ । সঙ্গে সঙ্গে থানাপাড়া থানায় খবর দেন। জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির বাড়ি কালিগঞ্জ থানায়, ওই ব্যক্তির নাম হরিপদ মন্ডল বয়স আনুমানিক ৭০ বছর। বাড়ি কালীগঞ্জ থানার শীতলপুর পরিবার সূত্রে জানতে পারা গেছে লোকটি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন । প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান ওই ব্যক্তি নদীর গভীরতা না বুঝেই হেঁটে নদী পার হতে চেষ্টা করে, তখন নদী চরে গভীর কাদার মধ্যে আটকে মৃত্যু হয়।

স্ত্রীকে ভিডিও কল করে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মর্মান্তিক ঘটনা! স্ত্রীকে ভিডিও কল করে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুললেন মৃত যুবকের পরিবারবর্গ। ঘটনাকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদার সাহাপুর দুই নম্বর বিমল দাস কলোনী এলাকায়। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম সুরজিৎ হালদার, বয়স ২৪ বছর। পেশায় ছিলেন দরজি। তার স্ত্রীর নাম জয়তিকা মন্ডল। বাপের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। তাদের বিয়ে হয়েছিল গত নয় মাস আগে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে বিয়ের মাস তিনেকের মধ্যেই জয়তিকা তার স্বামীকে ছেড়ে নিজের বাপের বাড়ি চলে যায় বলে খবর। কিন্তু তাদের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ ছিল। মোবাইলে কথাবার্তা, বগড়াঝাটি হত। এরমধ্যেই মঙ্গলবার রাতে সুরজিৎ তার বাড়িতে নিজের ঘরে বসে তার স্ত্রীকে ভিডিও কল করতে করতেই তিনি নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

প্রথম নজর

গিনেস রেকর্ডে যুক্তরাষ্ট্রের ৮৭ বছর বয়সি ক্লেম, ৪০ বছরে ৯ হাজার ইট সংগ্রহ

আপনজন ডেস্ক: ওকলাহোমার ৮৭ বছর বয়সি ক্লেম রেইস্কেমেয়ার প্রায় ৪০ বছর ধরে সংগ্রহ করে এসেছেন ৮,৮৮২টি ভিন্ন ধরনের ইট, যা এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পেয়েছে। তার সংগ্রহের মাধ্যমে তিনি একটি অদ্ভুত ও বিশেষ শখের প্রতি তার ভালোবাসা এবং আগ্রহের প্রমাণ দিয়েছেন। এই সংগ্রহ শুধু তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং ইটের ইতিহাস এবং বৈচিত্র্যকে নতুন করে উপলব্ধি করার সুযোগ তৈরি করেছে। ক্লেম রেইস্কেমেয়ার প্রায় ৪০ বছর ধরে ইট সংগ্রহ করেছেন, এবং তার সংগ্রহে রয়েছে প্রাচীন রোমান ইট থেকে শুরু করে ১৯১০ সালের মধ্যে তৈরী বিশেষ ধরনের ইট। যখন তিনি শহরের বাইরে ছিলেন, তখন তার মেয়ে সেলিয়া এবং জামাতা ড্যান বিসেট তার ইট সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করেন। তারা প্রতিটি ইট গণনা এবং নথিভুক্ত করেন। ফিরে এসে ক্লেম জানতে পারেন যে, তার সংগ্রহটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে সবচেয়ে বড় ইট সংগ্রহ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রেইস্কেমেয়ার জানান, তার সংগ্রহে সবচেয়ে পুরনো ইটটি একটি রোমান ইট, যার ইতিহাস ১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে বেশিরভাগ ইট বেশ কিছু শতাব্দী প্রাচীন। তিনি বলেন, “১৮৭০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে একটি বিশেষ সময় ছিল যখন তাপ সহনশীল ইট তৈরি হতো।” এই সময়ে নির্মিত ইটগুলি ঘরবাড়ির চুলা তৈরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রেইস্কেমেয়ার তার সংগ্রহের মধ্যে ভুল বানান করা ইটগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন একটি ইটে ‘Tulsa’ লেখা রয়েছে, যেখানে ‘s’ উল্টো দিকে রয়েছে। তিনি বলেন, “ওকলাহোমা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভুল বানানের ইটের জন্য বিখ্যাত।”

তার প্রিয় সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে একটি ফুটপাতের ইট, যা ওয়াশিংটনের একটি পুরনো কারখানায় তৈরি হয়েছিল, যেখানে বর্তমানে পেন্টাগন ভবন অবস্থিত। এই সংগ্রহের প্রতি রেইস্কেমেয়ারের ভালোবাসা মূলত ঐতিহাসিক মূল্য থেকেই এসেছে। তিনি বলেন, “ইটের উপর নাম লেখা থাকে, যা ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

ফিলিপিনো শহরে মশা ধরতে নগদ পুরস্কার ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের সর্বাধিক জনবহুল শহরগুলোর একটিতে কর্তৃপক্ষ ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে মশা ধরার জন্য নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ম্যানিলার কেন্দ্রীয় এলাকা বারাঙ্গে অ্যাডিশন হিলসের প্রধান কার্লিতো সার্নাল জানিয়েছেন, প্রতি পাঁচটি মশার জন্য এক পেসো (দুই মার্কিন সেন্টেরও কম) পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের ঘোষণাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়লেও সার্নাল এটিকে জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুর সাম্প্রতিক উর্ধ্বগতি ঠেকাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিটি অন্তত এক মাস চালু থাকবে। ওই এলাকায় ডেঙ্গুতে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর এটি চালু করা হয়েছে। জীবিত মশাগুলোকে আলট্রাভায়োলেট (ইউভি) আলো ব্যবহার করে ধ্বংস করা হবে।

ব্রিটেনে ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণার রেকর্ডসংখ্যক অভিযোগ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণামূলক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণকারী একটি সংস্থা বুধবার জানিয়েছে, ২০২৪ সালে তারা সর্বোচ্চসংখ্যক অভিযোগ পেয়েছে। সংস্থাটি এই বৃদ্ধির জন্য মূলত অনলাইন প্ল্যাটফরম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) দায়ী করেছে। টেল মামার পরিচালক ইমান আত্তা বলেন, ‘ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণার এই বৃদ্ধি অগ্রহণযোগ্য এবং ভবিষ্যতের জন্য এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ২০১২ সালে কাজ শুরুর পর থেকে আমরা এবারই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক অভিযোগ পেয়েছি।’ ২০২৪ সালে টেল মামা মোট ছয় হাজার ৩১৩টি ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণার ঘটনার প্রতিবেদন পেয়েছে, যার বেশির ভাগই অনলাইনে ঘটেছে। এর মধ্যে পাঁচ হাজার ৮৩৭টি অভিযোগ তারা নিশ্চিত করতে পেরেছে। এর আগের বছর ২০২৩ সালে তারা চার হাজার ৪০৬টি অভিযোগ পেয়েছিল, যার মধ্যে তিন হাজার ৭৬৭টি নিশ্চিত হয়েছিল।

এ ছাড়া ২০২৪ সালে শারীরিক হামলার ঘটনা ৭৩ শতাংশ বেড়েছে, যেখানে ২০২৩ সালে ৯৯টি হামলার অভিযোগ ছিল, তা বেড়ে ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েছে ১৭১টিতে।

পাশাপাশি ২০২৪ সালে টেল মামা অফলাইন নির্যাতনমূলক আচরণের দুই হাজার ১৯৭টি অভিযোগ পেয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজা সংঘাত ও ২০২৪ সালের জুলাইয়ে সাউথপোর্টে তিন কিশোরীকে হত্যার ঘটনার পর ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সাউথপোর্ট হত্যাকাণ্ডের পর শুরুতে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়ে যে হত্যাকাণ্ডের জন্য একজন মুসলিম অভিবাসী দায়ী। এই মিথ্যা দাবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়।

এর ফলে যুক্তরাজ্যে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটে, যেখানে মসজিদ ও অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালানো হয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায়ে কার্ডিফে রুয়ান্ডার বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক অ্যাক্সেল রুদাকুবানা ১৩টি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

টেল মামার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘বৃহৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলো অনলাইনে ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণার অভিযোগ বৃদ্ধির জন্য বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উৎপন্ন ইসলামবিদ্বেষী ছবি তৈরি ও অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।’

ইমান আত্তা সরকারের প্রতি সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘জনগণকে ঘৃণা ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।’

সংস্থাটির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ‘এক্স এখনো ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণা ছড়ানোর সবচেয়ে বিষাক্ত অনলাইন প্ল্যাটফরম হিসেবে রয়ে গেছে। এই প্ল্যাটফরমে ইসলামবিদ্বেষী বিদ্বেষমূলক ভাষা ও নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত লক্ষ্যভিত্তিক আক্রমণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।’

টেল মামা সরকারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলে, ‘অনলাইন ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বাড়ছে তা মোকাবেলা করতে হবে, যাতে এটি সবার মৌলিক অধিকারের নিরাপদ স্থান হিসেবে বজায় থাকে।’

রাশিয়া জার্মানির নির্বাচন প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে?

আপনজন ডেস্ক: ভুয়া খবর প্রচারের মাধ্যমে জার্মানির নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে রাশিয়া। মূলত মধ্যপন্থিদের ক্ষতি করার চেষ্টা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, এই কাজ সাধারণ তারা ভুল তথ্য প্রচারের মাধ্যমে করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছিল। এর আগে বলা হয়েছিল, অনেক জার্মানই এবার তাদের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির নাক গলানোর আশঙ্কা করছেন।

জার্মানিতে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তারা রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি চীনকেও হুমকি মনে করছেন। জার্মানির জাতীয় পার্লামেন্টে পেশ করা একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১-এ জার্মানির নির্বাচনও প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল রাশিয়া। চার বছরেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, এবারেও ব্যাপকভাবে ভুয়া তথ্য প্রচার করে ২৩ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে রাশিয়া। এই প্রচারের মাধ্যমে মূলত মধ্যপন্থি দলগুলেঅকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিংহভাগ ভুয়া খবর ছড়ানো হচ্ছে গ্রিন পার্টি, সিডিইউ, এসপিডি এবং তাদের প্রর্থীর বিরুদ্ধে।

সিইএমএএস ষড়যন্ত্র, ভুয়া তথ্য, ইহুদিবিদ্বেষ এবং চরম দক্ষিণপন্থা নিয়ে কাজ করে।

রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনার জন্য তুরস্ক আদর্শ স্থান: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে তিন বছর ধরে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের মধ্যে সম্ভাব্য আসন্ন বৈঠকের জন্য তুরস্ক একটি আদর্শ স্থান হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান।

মঙ্গলবার তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় সফররত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

এরদোগান বলেন, “আঙ্কারার দৃষ্টিতে ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অপরিহার্য।”

তিনি জোর দিয়ে বলেন, “আঙ্কারা স্থায়ী শান্তি আলোচনা প্রক্রিয়াকে সফল করতে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।”

তিনি আরও বলেন, “যুদ্ধ- যা অনেক ‘নিরপরাধ মৃত্যু’ ও বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়েছে, এখনই শেষ হওয়া উচিত। একটি ন্যায়সঙ্গত শান্তি সম্ভব করার জন্য, আমরা যে দেশগুলোকে শক্তিশালী বলে জানি শান্তির পক্ষে তাদের মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে।”

এরদোগান উল্লেখ করেন, আমরা ২০২২ সালের মার্চে ইস্তাম্বুলে দুই দেশের (রাশিয়া ও ইউক্রেন) মধ্যে সরাসরি আলোচনার আয়োজন করেছিলাম। পক্ষগুলোর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ফলে আমরা কৃষ্ণসাগর শস্য চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, “গত তিন বছরে আমরা রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সঙ্গে সকল স্তরে সরাসরি উদ্যোগ নিয়েছি। এসব প্রচেষ্টায়, আমরা আন্তরিকভাবে উভয় পক্ষের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মধ্যস্থতাকারী হওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমরা সুনির্দিষ্ট ফলাফলও অর্জন করেছি।”

তিনি জানান, শান্তি আলোচনায় কোনও ক্ষতি নেই। পুরো বিশ্ব এখন যুদ্ধ অবসানের জন্য অপেক্ষা করছে। এই কারণে আমরা শস্য করিডোর প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলাম। এক্ষেত্রে আমরা বাস্তব ফলাফলও অর্জন করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে পারিনি। চুক্তির আওতায় কৃষ্ণসাগর দিয়ে ৩০ হাজার টন শস্য রপ্তানি হয়েছিল।

নরওয়ের যে টিভি চালান প্রতিবন্ধীরা

আপনজন ডেস্ক: নরওয়েতে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি টিভি চ্যানেল চালু আছে। অনেক প্রতিবন্ধী সেখানে কাজ করে। দেশব্যাপী এই চ্যানেল এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ ও তারকারা এই চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিয়ে থাকেন। টিভির নাম ‘টিভি ব্র’, নরওয়েজিয়ান ভাষায় যার অর্থ ‘টিভি গুড’। প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু এই টিভি প্রতিবন্ধীরাই চালিয়ে থাকেন। ভেগার্ড ল্যোলান্ড একজন সাংবাদিক হিসেবে টিভি ব্রতে কাজ করেন। তিনি বলেন, ‘আমি আমাকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখি। হ্যাঁ, আমার ডাউন সিনড্রোম আছে। কিন্তু আমি এটাকে বড় করে দেখি না। আমি আমাকে নিয়ে সৎ থাকি।’ টিভির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক কামিলা কালহাইম তার কর্মীদের সততা ও খোলামনের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, ‘এমন অনেকে এখানে কাজ করেন, যাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের ধ্বংসযজ্ঞ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির মাঝেই বর্বর ইসরাইলি সেনাবাহিনী দখলকৃত পশ্চিম তীরের তুলকারেম শরণার্থী শিবিরে রীতিমত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে চালানো সামরিক অভিযানে সেখানকার ৫০টি বাড়িঘর ও ২৮০টি দোকান সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বুধবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর আনাদোলুর।

তুলকারেমের ডেপুটি গভর্নর ফয়সাল সালামা তুর্কি সংবাদ সংস্থা আনাদোলুকে জানান, ‘তুলকারেম শিবিরের ভৌগোলিক গঠন পরিবর্তন করতেই এই গণধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে’।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪০মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৩	৬.০৪
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৫৯	
মাগরিব	৫.৪০	
এশা	৬.৫১	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২১ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

নির্বাচন ও কুস্তি লড়াই

আমাদের নেতিবাচক যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান, তাহার পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ২০১১ সালের নির্বাচনে তত্কালীন প্রধান বিরোধীশক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের নিকট পরাজিত হইয়া অবসান ঘটে ৩৪ বত্সরের বাম রাজত্ব; কিন্তু বামপন্থিদের দুঃশাসনের অবসান হওয়ার পর যাহারা এখানকার রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের আশা করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই আশার গুড়ে বালি পড়িয়াছে নিঃসন্দেহে। দেখা যাইতেছে পূর্বের মতো মাস্তানতন্ত্র সেখানে আজও বিরাজমান। সম্প্রতি সন্দেশখালীতে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় একজন নেতার গ্রেফতার, তাহার অত্যাচার-নির্যাতন, জমি দখল, নিজস্ব পেটোয়া বাহিনী গঠন ইত্যাদি কাহিনি পড়িয়া বিস্মিত গণতন্ত্রকামী মানুষ। ইহা ছাড়া সেইখানে যে কোনো নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া মারামারি, হানাহানি, মামলা-হামলার খবর নূতন নহে। আগামী এপ্রিল-মে মাসে দেশটির লোকসভা নির্বাচনের পূর্বভাগেই সেইখানকার রাজনীতি উত্তপ্ত হইতে শুরু করিয়াছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের চিত্র ও চরিত্রও অনুরূপ। ক্ষমতাসীনরা বিরোধিতা সহ্যই করিতে পারেন না। কেহ বিরোধিতা করিবার চেষ্টা করিলেই হামলা ও মামলার খড়্গ নামিয়া আসে। কোথাও কম বা অধিক—এই যাহা পার্থক্য। সরকারের বিরুদ্ধে কেহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে গেলেই তাহাকে কতভাবে যে নাজেহাল ও হেনস্তা করা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। নিষ্ঠুরভাবে দমনের ফন্দিফিকির সর্বদা চলিতেই থাকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে রাজনৈতিক অস্থিরতার বড় কারণ হইল বিরোধী মতাদর্শের লোকদের প্রতি এই দমন ও পীড়নের নিষ্ঠুর প্রবণতা। তাহাদের কোথাও দাঁড়াইতে না দেওয়ার এই সংস্কৃতি গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য বিপজ্জনক। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সেই রূপকথার কাহিনিটি আমাদের মনে পড়িয়া যায়। মাছের দল দেবতার নিকট নিজেদের জন্য একজন রাজা চাহিলে তাহাদের জন্য পাঠানো হইল কচ্ছপকে; কিন্তু কচ্ছপ অলস প্রকৃতির, সে কেবল ঘুমায়। অগত্যা তাহাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এইবার পাঠানো হইল মাছরাঙাকে; কিন্তু ইহার পর মাছেরা পড়িল আরো বিপাকে। মাথা চাড়া দিতেই মাছরাঙা তাহাদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে। উন্নয়নশীল দেশের অবস্থাও হইয়াছে তদ্রূপ। কেহ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায় জেল-জুলুম । এই সকল দেশে প্রশাসন আর প্রশাসন নাই বলিলেই চলে। প্রশাসনিক ক্যাডাররা পরিণত হয় রাজনৈতিক ক্যাডারে। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রভৃতি সংস্থা আর রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। রাজনৈতিক দল ও সরকারি আমলারা মিলিয়া-মিশিয়া যেন একেকার হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে মহান উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া তাহা হইতে বহুলাংশে বিচ্যুতিতে রাষ্ট্র পড়িয়া যায় হুমকির মধ্যে। অনেক দেশে স্থানীয় সরকার হইতে শুরু করিয়া জাতীয় নির্বাচন আসিলেই সেখানে বিপক্ষের নেতাকর্মীদের দমনে তাহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগে। নির্বাচনের বহু পূর্ব হইতেই শুরু হয় ধরপাকড়। নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পুরাতন মামলা পুনর্জীবিত করা হয়। নূতন করিয়া দেওয়া হয় মিথ্যা ও সাজানো মামলা। একের পর এক মামলা দিয়া পর্যুদস্ত করা হয় যাহাতে তাহারা নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে না পারেন। বরং কোর্ট-কাচারি দৌড়ঝাঁপ করিতে গিয়াই মূল্যবান সময় চলিয়া যায়। ফলে ঐ সকল দেশে বিরোধী মতের যেমন গুরুত্বপূর্ণ নেতা থাকেন না, তেমিন রাজনৈতিক মাঠে-ময়দানে নিবেদিত প্রাণ ও সাহসী কর্মীর দেখা মেলাও ভার হইয়া পড়ে। এইভাবে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার চলে হীন প্রচেষ্টা। ভারতীয় উপমহাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের এই সকল চিত্র সত্যিই হতাশাজনক। তবে আজ হউক আর কাল হউক—ইহার একটি সুরাহা অবশ্যই হইবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এই কুস্তির লড়াইয়ের অবসান একান্ত কাম্য। সরকারি প্রশাসন যদি প্রশাসনের মতো আচরণ করে, তাহা হইলে এমনটি হইবার কথা নহে; কিন্তু দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগ যে দিকে কাত হয় বা ঝুঁকিয়া পড়ে, নির্বাচনে তাহারাই বিজয়ী হন। তাহারা কেন কাত হন বা কে বা কাহারা তাহাদের কাত করান তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহ জানেন না। পরিহাসের বিষয় হইল, আজ যাহারা এইভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিন হন, ক্ষমতার পট পরিবর্তনে তাহারা ক্ষমতায় গিয়া আবার একই পন্থা অবলম্বন করেন। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলিতেই থাকে।

ইউক্রেনের সঙ্গে তাহলে কি ট্রাম্প বিশ্বাসঘাতকতা করেননি!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন। বাস্তবে তা হয়নি। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাত্র তিন সপ্তাহ পার হতেই এই যুদ্ধ থামানোর প্রক্রিয়া যেন দুরন্ত গতিতে এগোতে শুরু করেছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এরপর ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করেন যে তাঁরা 'যুদ্ধের কারণে প্রাণহানি রোধের' বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই আলোচনার পরপরই সৌদি আরবে তাদের মধ্যে একটি সম্ভাব্য শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা আসে। লিখেছেন **লিওনিড রাগোজিন**।

গত তিন বছরে পশ্চিমা বিশ্ব অস্ত্র সরবরাহ ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যত দূর সম্ভব ব্যবস্থা নিয়েছে। এর বেশি এগোলে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি হতো। ক্ষতিগ্রস্ত হতো বৈশ্বিক অর্থনীতি। ব্যয়বহুল এই সমর্থন অব্যাহত রাখলেও পরিস্থিতি বদলাত না। রাশিয়া ইউক্রেনের চেয়ে শক্তিশালী ও ধনী। তার সেনাবাহিনী আধুনিক যুদ্ধে পারদর্শী। শুধু উন্নত পশ্চিমা অস্ত্র দিয়ে তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। এর চেয়ে বড় বিষয়, রাশিয়া একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। এ কারণেই পশ্চিমা বিশ্ব সরাসরি সংঘাতে জড়াতে চায়নি।

ট্রাম্পকেও ইউক্রেনের খনিজ সম্পদের প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টা করেন জেলেনস্কি। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল কার্যত একধরনের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ। তা ইউক্রেনের সম্পদ কেড়ে নেওয়ার শামিল। জেলেনস্কিকে দেখাতে হবে যে তিনি সব পথ চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে অবাস্তব পথগুলোও। শেষ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমাদের বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করে অনিবার্য পরিণতির কাছে নতিস্বীকার করতে পারেন।
গত তিন বছরে পশ্চিমা বিশ্ব অস্ত্র সরবরাহ ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যত দূর সম্ভব ব্যবস্থা নিয়েছে। এর বেশি এগোলে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি হতো। ক্ষতিগ্রস্ত হতো বৈশ্বিক অর্থনীতি। ব্যয়বহুল এই সমর্থন অব্যাহত রাখলেও পরিস্থিতি বদলাত না। রাশিয়া ইউক্রেনের চেয়ে শক্তিশালী ও ধনী। তার সেনাবাহিনী আধুনিক যুদ্ধে পারদর্শী। শুধু উন্নত পশ্চিমা অস্ত্র দিয়ে তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। এর চেয়ে বড় বিষয়, রাশিয়া একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। এ কারণেই পশ্চিমা বিশ্ব সরাসরি সংঘাতে জড়াতে চায়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন। বাস্তবে তা হয়নি। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাত্র তিন সপ্তাহ পার হতেই এই যুদ্ধ থামানোর প্রক্রিয়া যেন দুরন্ত গতিতে এগোতে শুরু করেছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এরপর ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করেন যে তাঁরা 'যুদ্ধের কারণে প্রাণহানি রোধের' বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই আলোচনার পরপরই সৌদি আরবে তাদের মধ্যে একটি সম্ভাব্য শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা আসে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ব্রাসেলসে ন্যাটো সদর দপ্তরে এক বক্তৃতায় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের কিছু মূল দিক তুলে ধরেন। আগের মার্কিন প্রশাসনের অবস্থান থেকে একেবারে ভিন্ন পথে গিয়ে তিনি বলেন, ইউক্রেনের পক্ষে তার সব ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখতে ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টিও বাদ দিতে হবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসন কার্যত ২০০৮ সালের মার্কিন-ইউক্রেন কৌশলগত অংশীদারত্ব সনদকে অকার্যকর ঘোষণা করেছে। ওই সনদে ইউক্রেনের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি মার্কিন প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তিকে নীতিগত অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

ট্রাম্প ও হেগসেথের এই ঘোষণার পর কিছু পশ্চিমা গণমাধ্যম সঙ্গে সঙ্গে একে 'ইউক্রেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা' বলে আখ্যা দেয়। বাস্তবে ওয়াশিংটন সত্যিই কিয়েভকে পরিত্যাগ করছে। কিন্তু এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং ইউক্রেনের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্কের ধরন বিবেচনায় এমন পরিণতি অনেক আগেই অনুমেয় ছিল।

এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য ট্রাম্পকে দায়ী করা যায় না। ইউক্রেনের সঙ্গে আসলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পশ্চিমা দেশগুলো। তারা ইউক্রেনকে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই ভরসায় ইউক্রেন আপসের পথ প্রত্যাখ্যান করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অথচ এই যুদ্ধ জেতা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ট্রাম্পকেও ইউক্রেনের খনিজ সম্পদের প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টা করেন জেলেনস্কি। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল কার্যত একধরনের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ। তা ইউক্রেনের সম্পদ কেড়ে নেওয়ার শামিল। জেলেনস্কিকে দেখাতে হবে যে তিনি সব পথ চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে অবাস্তব পথগুলোও। শেষ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমাদের বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করে অনিবার্য পরিণতির কাছে নতিস্বীকার করতে পারেন।

ক্রেমলিন সম্ভবত ইউক্রেনে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সেনা মোতায়েনকে 'ট্রোজান হর্স' হিসেবে বিবেচনা করবে। তাই বাস্তব আলোচনা খুব একটা এগোবে না। অন্যদিকে ন্যাটো-বহির্ভূত ইউরোপীয় সেনাদের নিয়োগ নিয়ে মস্কোর আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মতো ন্যাটোর বাইরের দেশগুলো খুব বেশি সেনা দিতে পারবে না। ফলে প্রধান বাহিনী আসতে হবে 'গ্লোবাল সাউথ' বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকে।

তবে শান্তিরক্ষী মোতায়েনের এই আলোচনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখা হচ্ছে। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো ইউক্রেনের সত্যিকারের নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করা এবং রাশিয়া ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা।

এর মানে কি রাশিয়ার জয়? হ্যাঁ, তাই-ই। তবে ইউক্রেনকে রাশিয়ার সামনে ছুড়ে দিয়েছে কে? যুদ্ধে উৎসাহী পশ্চিমা আগ্রাসী নীতির অনুসারীরা।

পশ্চিমা বিশ্লেষকেরা মনে করেছিলেন যে যুদ্ধের চাপে রাশিয়ার অর্থনীতি ধসে পড়বে। ভেঙে পড়বে তার শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বিশাল সামরিক ব্যয়ের ফলে রাশিয়ার অর্থনীতি বরং চাঙা হয়েছে। রুশ জনগণ এই যুদ্ধের বড় কোনো প্রভাব অনুভব করেনি। অন্যদিকে জীবন দুর্বিষহ হয়েছে ইউক্রেনের জনগণের।

পুতিনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাঁর পতন সম্ভব কেবল রাশিয়ার জনগণ রুখে দাঁড়ালে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউক্রেন এতটাই কট্টর যে এমনকি পুতিনবিরোধী অনেক রুশ নাগরিকও তাদের থেকে দূরে সরে গেছে। পশ্চিমাদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে, তারা শান্তি নয়, যুদ্ধই চেয়েছে।

ইউক্রেনের সামনে কোনো ভালো বিকল্প নেই। এই হতাশা প্রকাশ পেয়েছে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে জেলেনস্কির বক্তব্যে। তাঁর বক্তব্য ছিল চ্যালেঞ্জ ছোড়ার মতো, কিন্তু ভেতরে ছিল অসহায়ত্বের ছাপ। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে প্রস্তাব দেন যে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীই নতুন ইউরোপীয় সামরিক শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এটি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, তাহলে ইইউ সরাসরি রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে।

ট্রাম্পকেও ইউক্রেনের খনিজ সম্পদের প্রতি আগ্রহী করার চেষ্টা করেন জেলেনস্কি। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল কার্যত একধরনের সাম্রাজ্যবাদী আচরণ। তা ইউক্রেনের সম্পদ কেড়ে নেওয়ার শামিল। জেলেনস্কিকে দেখাতে হবে যে তিনি সব পথে চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে অবাস্তব পথগুলোও। শেষ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমাদের বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করে অনিবার্য পরিণতির কাছে নতিস্বীকার করতে পারেন।

লিওনিড রাগোজিন রিগায় বাসকারী ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক আল-জাজিরার ইংরেজি থেকে অনুবাদ

ইউরোপ কি উগ্র ডানপন্থীদের মূলধারায় পুনর্বাসন করছে

জ্যঁ ভার্নার ম্যুলার

২৩ ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে ফেডারেল নির্বাচন। এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই দেশটিকে একটি রাজনৈতিক ভূমিকম্পের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেখানে এই প্রথমবারের মতো প্রধান বিরোধী দল মধ্যডানপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নকে (সিডিইউ) পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পাস করতে চরম ডানপন্থী অলটারনেটিভ ফর জার্মানির (এএফডি) সমর্থন নিতে হয়েছে। সিডিইউ নেতা ফ্রিডরিখ মের্জ এএফডির সমর্থন নেওয়ার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, অভিবাসন সমস্যা নিয়ে অন্য দলগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় সিডিইউ এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও এ প্রস্তাবের ফলে কোনো সরাসরি পরিবর্তন হয়নি, তবে এটি জার্মানির রাজনীতিতে বড় একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এত দিন পর্যন্ত দেশটির গণতান্ত্রিক দলগুলো চরম ডানপন্থীদের সঙ্গে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে রাজি ছিল না। কিন্তু এ ঘটনার পর সেই নৈতিক বাধা ভেঙে গেছে। ফলে জার্মানি আর দাবি করতে পারবে না যে তারা এখনো চরম ডানপন্থার 'স্বাভাবিকীকরণ' থেকে মুক্ত রয়েছে।

প্রশ্ন হলো 'স্বাভাবিকীকরণ' আসলে কী এবং কেন এটি নিয়ে উদ্বেগ থাকা উচিত? প্রথমত, এটি 'মূলধারায় নিয়ে আসা' বা 'মেইনস্ট্রিমিং'-এর মতো কিছু নয়। এখন স্বাভাবিকীকরণ বলতে বোঝায় কোনো বিদ্যমান নিয়ম ভাঙার বিষয়টিকে যৌক্তিক হিসেবে তুলে ধরা। গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ চরম ডানপন্থী দলগুলোর সঙ্গে আঁতাত করাকে এখন 'স্বাভাবিকীকরণ' বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে এখন 'মূলধারা' বলতে সেই জিনিসকে বোঝায়, যা সবচেয়ে সাধারণ বা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। এটি নির্দিষ্ট কোনো আদর্শের ওপর নির্ভর করে না, বরং সময়ের সঙ্গে কী বেশি প্রচলিত হয়ে উঠেছে, সেটির ওপর নির্ভর করে।

সেদিক থেকে ধরলে চরম ডানপন্থী কোনো দলের সঙ্গে জোট গঠন করা বা তাদের সমর্থনে আইন পাস করানোকে স্বাভাবিকীকরণের একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে। অন্যদিকে চরম ডানপন্থীদের বক্তব্য বা মতাদর্শ অনুসরণ করা মূলধারায় নিয়ে আসার (মেইনস্ট্রিমিং) একটি উদাহরণ।

কোনো বিষয়কে মূলধারায় নিয়ে আসা মানে সেটিকে জনগণের সামনে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা এবং তা চরম ডানপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উপস্থাপন করা। এ জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছেন, যদি কোনো নির্বাচনী প্রচারে চরম ডানপন্থীদের তোলা ইস্যুগুলোই প্রধান হয়ে ওঠে, তাহলে তারা নির্বাচনে ভালো ফল করে থাকে।

গণতন্ত্রপন্থী রাজনীতিকেরা সাধারণত নিজেদের স্বার্থপর বা সুবিধাবাদী হিসেবে দেখাতে চান না। সে কারণে তাঁরা চরম ডানপন্থীদের স্বাভাবিক করে তোলার (নরমালাইজেশন) ব্যাপারে নানা যুক্তি দেখান। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাঁরা বলার চেষ্টা করেন, নিয়ম ভাঙা হয়নি; বরং সব ঠিক আছে। যেমন মের্জ দাবি করেছেন, তাঁর আসল লক্ষ্য হলো এএফডির জনপ্রিয়তা কমানো। কিন্তু এটি খুবই খোঁড়া যুক্তি।

আরেকটি বিকল্প হলো নীতি বা আদর্শকে অবৈধ ঘোষণা করা। আগে ইতালিয়ান সোশ্যাল মুভমেন্ট (এমএসআই) ও কমিউনিস্ট পার্টি—এই দুটি রাজনৈতিক দল ছিল, যারা ইতালির যুদ্ধোত্তর গণতান্ত্রিক সংবিধানকে মেনে নেয়নি। তাই দল দুটিকে দীর্ঘদিন মূলধারার রাজনৈতিক দল বলে গণ্য করা হতো না। ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এমএসআইয়ের মূল মতবাদ ছিল। তাই তাদের অনেক সময় মূলধারার রাজনীতির বাইরে রাখা হতো।

কোনো বিষয়কে মূলধারায় নিয়ে আসা মানে সেটিকে জনগণের সামনে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা এবং তা চরম ডানপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উপস্থাপন করা। এ জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছেন, যদি কোনো নির্বাচনী প্রচারে চরম ডানপন্থীদের তোলা ইস্যুগুলোই প্রধান হয়ে ওঠে, তাহলে তারা নির্বাচনে ভালো ফল করে থাকে। গণতন্ত্রপন্থী রাজনীতিকেরা সাধারণত নিজেদের স্বার্থপর বা সুবিধাবাদী হিসেবে দেখাতে চান না। সে কারণে তাঁরা চরম ডানপন্থীদের স্বাভাবিক করে তোলার (নরমালাইজেশন) ব্যাপারে নানা যুক্তি দেখান।

কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বেরলুসকোনি এ ধারণা চ্যালেঞ্জ করে বসেন। তিনি দাবি করেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য এখন আর প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় নয়; এটি মূলত ডানপন্থীদের দমিয়ে রাখতে বামপন্থীদের একটি কৌশলমাত্র।

আসলে যখন কোনো দল বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী মূলধারার সমাজে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে (যেমন যখন নেতারা বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একটি দলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে বা তাদের সমর্থন দেন), তখন সাধারণ জনগণের মধ্যে সেই দলের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। তবে এই প্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে জনসাধারণের সচেতনতা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো জনপ্রিয় নেতা বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একটি দলকে 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নেন, তখন তা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষও সেই দলকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখতে শুরু করে।

দুশ্চিন্তার বিষয়, জার্মানিসহ ইউরোপের অনেক দেশ এখন এই রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে।

জ্যঁ ভার্নার ম্যুলার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক

প্রথম নজর

লালগোলায় বিতর্কে পুলিশকর্মী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলার কৃষ্ণপুর হাসপাতালে নার্স, চিকিৎসক সহ কর্তব্যরত পুলিশকে মারধরের অভিযোগে বীরভূম জেলা পুলিশের ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আসরাফুল শেখকে গ্রেপ্তার করল লালগোলা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত পুলিশকর্মী আশরাফুল শেখ তার মায়ের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে বচসায় জড়ান। লালগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে আসরাফুলের কথা কাটাকাটি হয়। পরে তার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার আহত হয়েছে। লালগোলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার তাদের লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়, যেখানে দু'জনের জন্য ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। ঘটনার পরপরই বীরভূম জেলা পুলিশ আসরাফুল শেখ কে ক্লোজ করেছে।

ওঝার কবল থেকে উদ্ধার কিশোর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ফের ঝাড়ফুঁক কুসংস্কারের ছায়া, তবে এবার পুলিশি তৎপরতায় সাপে কাটা কিশোরকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। উল্লেখ্য বীরভূম জেলায় কীর্ণাহারের পরোটা গ্রামের ড্রামাটিক ক্লাব সংলগ্ন স্থানে এক কিশোরকে সাপ বা সাপ জাতীয় কোন কিছুতে দংশন করে।এরপরেই সে স্থানীয়দের বিষয়টি জানায়,এলাকার বেশ কিছু যুবক ওই কিশোরকে নিয়ে তার পরিবারের কাছে গিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করলে, তবে ওই পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালের পরিবর্তে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়াটাই সমীচিন বোধ করে,আর এই খবর পুলিশের কাছে যেতেই তৎপর হয়ে ওঠে কীর্ণাহার থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি ওই কিশোরকে ওঝার কাছ থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নানুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশি হস্তক্ষেপে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বহরমপুরে সমাবেশ

সজিবুল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকারের আনা ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে আন্দোলন। অন্যদিকে রাজ্যে এক শ্রেনীর মিডিয়া খারিজি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় বলে লাগাতার অপ প্রচার চালাচ্ছে। নিরপরাধ মানুষকে জঙ্গি অভিযোগে গ্রেফতার ও বাতিল হওয়া ওবিসি সার্টিফিকেট পুনর্বহালের দাবিতে আগামী ২৬ সে ফেব্রুয়ারি দুপুর ১ টার সময় বহরমপুর টেক্সটাইল মোড়ে বিশাল গণসমাবেশের ডাক দিয়েছে ওবিসি সংরক্ষণ অধিকার রক্ষা মঞ্চ। এই সমাবেশকে সফল করতে বুধবার বহরমপুর সাংবাদিক সংঘ হলে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন সংগঠনের পক্ষ থেকে। এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি সংরক্ষণ রক্ষা মঞ্চের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও এপিডিআর এর জেলা সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী, বিশিষ্ঠ প্রাবন্ধিক ও মানবাধিকার কর্মী মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, ওবিসি সংরক্ষণ রক্ষা মঞ্চের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শেখ মফেজুল, মানবাধিকার কর্মী মুহাম্মদ জাইসুদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজকর্মী মাসুদুল ইসলাম।

এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার, মাদ্রাসা নিয়ে অপ প্রচার,বাতিল হওয়া ওবিসি সার্টিফিকেট পুনর্বহালের দাবি জানান।

ভবঘুরে অসুস্থ বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষায় দুই যুবক

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: নাম ঠিকানা গোত্রহীন এক ভবঘুরে বৃদ্ধাকে অসুস্থ্য পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে প্রাণ রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন দুই তরুণ যুবক। গত কাল মঙ্গলবারের দিন বিকেল নাগাদ এমনই নজির বিহীন ঘটনাটি ঘটে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর বাজারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লোহাপুর বাজারে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে রোড সংলগ্ন রেল লাইনের পাশে দু'দিন ধরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসেন এলাকা স্থানীয় দুই যুবক। স্থানীয়রা আরও জানিয়েছেন,গত কয়েক দিন ধরে ওই বৃদ্ধা লোহাপুর বাজারে ভিক্ষা করতেন। চোখের সামনে এমন করুন দৃশ্য দেখেও এড়িয়ে গিয়েছেন রাজনৈতিক নেতা কর্মী থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। অবশ্য ঐ বৃদ্ধার এই করুণ দৈন্য দশার দৃশ্য চোখ এড়িয়ে যায়নি প্রতিবেশী তেহার গ্রামের শ্রীনাথ দাস এবং লোহাপুর বাজারের আজাদ আনসারীর। তারা দুই বন্ধু মিলে এগিয়ে এসে প্রথম দিকে অসুস্থ সংজ্ঞাহীন মহিলার সেবা শুশ্রূষা করেন। জরা জীর্ণ বস্ত্র পরিবর্তন করে নতুন বস্ত্র কম্বল কিনে দেন। এবং মাটি থেকে তুলে কম্বলের উপরে শুয়ে দেয়।তারা

ঐ মহিলাকে কোনো অনাথ আশ্রম বা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এমনকি নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিডিওর সঙ্গেও যোগাযোগ করে ছিলেন। কিন্তু কারও কাছে কোন রকম সদুত্তর না পেয়ে লোহাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন।অবশ্য নলহাটি থানার লোহাপুর ফাঁড়ির মানবিক পুলিশ লোহাপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে তাদের পাশে দাঁড়ান। পুলিশ এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলে আজাদ আনসারী এবং শ্রীনাথ দাস দুই বন্ধু মিলে লোহাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মুমুর্ষ রোগীনীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।বর্তমানে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শ্রীনাথ দাস এবং আমজাদ আনসারী সহ লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশের এমন মানবিক কাজের প্রশংসা করেছেন এলাকার মানুষজন।

মাদ্রাসা নিয়ে শুভেন্দুর কুরুচিকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে পথে নামছে মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা নিয়ে বিরোধী দলনেতার কুরুচিকর ও উসকানি মূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে পথে নামছে মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন। শুক্রবার কলকাতা সল্টলেকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ।' সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনা এবং মাদ্রাসা নিয়ে বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর কুরুচিকর ও উসকানি মূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে মাদ্রাসার সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ শুক্রবার কলকাতা সল্টলেকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সামনে প্রতিবাদ সভায় সামিল

হবেন। সম্প্রতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর মাদ্রাসা বিষয়ক মন্তব্যে ক্ষোভে ফুঁসছে সংখ্যালঘু মহল থেকে শুরু করে মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত অমুসলিম শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারীরাও । মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে এ বছর রাজ্যের বাজেটে ৬০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম, ১০০টি ডিজিটাল ল্যাবরেটরি এবং ৭৬টি মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাবরেটরি মানোন্নয়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । অভিযোগ, বিরোধীদের পক্ষ থেকে ৬০০টি নতুন মাদ্রাসা সরকারি ভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে অপপ্রচার করা হচ্ছে । শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সম্প্রদায় ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করে চলেছেন।

এর প্রতিবাদে মাদ্রাসার শিক্ষক সংগঠনের ওই প্রতিবাদ কর্মসূচি বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এ রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে প্রায় ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং চল্লিশ শতাংশ কর্মী অমুসলিম সম্প্রদায়ের । সূত্রে খবর, মাদ্রাসা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কুরুচিকর ও উসকানি মূলক বক্তব্যের বিরুদ্ধে মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের ওই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শুক্রবার নেতৃত্ব দেবেন অমুসলিম শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।

ইসলামিক ধর্মসভা থেকে হরষিত, রনজিৎদের সহায়তা মোজাদ্দেদীয়া সমাজকল্যাণ সমিতির

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: ইসলামিক ধর্মসভা মহফিল থেকে বিশেষভাবে সক্ষম হরষিত সরকার এবং রনজিৎ সাহার হাতে ট্রাই সাইকেল তুলে দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির গড়লো গুমা মোজাদ্দেদীয়া সমাজকল্যাণ সমিতি। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে এ দিন নারায়ণ মালীর হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি ভ্যান। আর্থিক সহায়তা প্রদান, সেলাই মেশিন, ক্রাচ প্রাপকদের মধ্যে অমুসলিমদের তালিকায় ছিল বীণা দাস, রনজিত, আরতি জানারা। জাতি-ধর্ম-বর্ণকে উপেক্ষা করে গুমা মোজাদ্দেদীয়া সমাজকল্যাণ সমিতির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গুমা চৌমাথায় ওই ইসলামিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সর্বধর্ম সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ থেকে সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানানো হয়। গুমা মোজাদ্দেদীয়া সমাজকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে

সিদ্দিক হোসেনের তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার ধর্মীয় আলোচনা সভার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্র সহায়তা শিবিরের মাধ্যমে সেলাই মেশিন, ভ্যান, মশারী, কম্বল, হুইল চেয়ার, ট্রাই সাইকেল, ক্রাচ ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হয় । অন্যদিকে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিয়ে সেবা কর্মসূচির আওতায় সংস্থার পক্ষ থেকে প্রায় ১ হাজার মশারি বিতরণ করা হয়, জাতি- ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল, শীতবস্ত্র, শাড়ি ও অন্যান্য পোশাক সামগ্রী।

সভায় উপস্থিত হয়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক (মিন্টু) সাহাজি বক্তব্য রাখার সময় সম্প্রীতির বার্তা দেন। হাবরা পৌরসভার চেয়ারম্যান নারায়ন সাহা এ দিন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সুর চড়ান, সম্প্রীতির পক্ষেই বক্তব্য রাখেন তিনি। এলাকার শান্তি সম্প্রীতি ধর্মীয় সহাবস্থান বজায় রাখতে আহ্বান জানান অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্তামনি নস্কর। দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষক পিওয়াইএফে'র রাজ্য সভাপতি সিয়ামত আলী। উপস্থিত ছিলেন রাওতাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানব কল্যাণ মজুমদার, ক্রীড়াবিদ রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাওলানা মুফতি আলাউদ্দিন আহমেদ।

গুমা মোজাদ্দেদীয়া সমাজকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এদিন হাজী সাহেব এবং ইমামদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ইসলামিক ধর্ম সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী, সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, আনোয়ার শাহ্ আলিয়াবি প্রমুখ। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবী সিদ্দিক হোসেন জানান, মানব কল্যাণে আমাদের সেবামূলক কর্মসূচি জারি থাকবে। মানুষের সেবা এবং সঠিকভাবে ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সেহারাবাজারে মে মাসে শুরু হবে দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে মদীনাবাগ এলাকায় গড়ে উঠছে রহমানিয়া দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ, যা সংখ্যালঘু মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যুগোপযোগী, জীবনমুখী ও জনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন এবং দক্ষ মুয়াল্লিমা (শিক্ষিকা) তৈরির লক্ষ্যে নির্মিত হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে ও আগামী মে মাসে এর উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে।

বুধবার আল মদীনা জামে মসজিদে বিশেষ দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়, যাতে এই প্রতিষ্ঠান দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং সঠিক পথে পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের অধ্যাপক ওসমান গনি, সেহারা বাজার মাদ্রাসা দারুল উলুমের শিক্ষক মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী, সেহারাবাজার রহমানিয়া ট্রাস্টের সভাপতি হাজী বদরুল আলম, মাদ্রাসা দারুল উলুমের কার্যকরী সম্পাদক ও রহমানিয়া ট্রাস্টের সহ-সম্পাদক হাজী মাওলানা আশরাফ আলী, এবং রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহ-সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম।

কলেজের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন জানান, মুসলিম নারীদের এ কলেজে আধুনিক কম্পিউটার শিক্ষা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মাথার উপর সিলিং ফ্যান ভেঙে গুরুতর আহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

আসিফা লস্কর ● বজবজ

আপনজন: মাধ্যমিক দিতে গিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরেই যে এরকম ভয়াবহ কাণ্ড হয়ে যাবে তা ভাবতে পারছেন না কেউ।

চাঞ্চল্যকর ঘটনা বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল পরীক্ষার্থীকে। ভয়ের আবহ অভিভাবকদের মধ্যে।

সূত্রের খবর, এদিন পরীক্ষা চলাকালীন এক ছাত্রীর মাথায় আচমকা ভেঙে পড়ে পাখা। সবে তখন মাত্র ১৫ মিনিট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাতেই ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়ে যায় স্কুলে।গুরুতর আহত হয় নন্দিনী মাকাল নামে এক পড়ুয়া।

বাটানগরের বাংলা জাতীয় শিক্ষা মন্দির। সিট পড়েছিল মহেশতলা পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে। এদিন সময়ে পরীক্ষা দিতে চলে আসে। সময়ে পরীক্ষাও শুরু হয়। একমনে পরীক্ষা দিতে দিতেই যে এই কাণ্ড ঘটে যাবে তা ভাবতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা।

স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অভিভাবকরা।

ফলত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ঘটছে এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।। এর আগে মালদা জেলায় দেয়াল চাপা পড়ে একাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। অভিভাবকদের অভিমত, শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব না নিলে অন্যথায় এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এড়ানো যাবে না।

বহরমপুরের মাদ্রাসায় হাফেজদের পাগড়ি প্রদান

জাকির সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহরমপুর মাদ্রাসা দারুস সালাম এর উন্নতি ও শিক্ষার প্রসারে এক বিশেষ ইসলাহী দাস্তারবন্দী নূরানী দোয়ার মজলিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআনের তিনজন হাফেজকে মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা হিসেবে মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া, যেসব অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, মাস্টার ও ইঞ্জিনিয়ার মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য মোমিন কোর্স সম্পন্ন করেছেন, তাদের মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মাদ্রাসা দারুস সালামে হিফজ ও মাওলানা বিভাগে পড়াশোনা করা ছাত্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলের পাঠ্যবই পড়ানো হয়। এবছর মাদ্রাসার ১০ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। রমজান মাসের পর মাদ্রাসা দারুস সালামে শাহিন গ্রুপ কোচিং সেন্টার-এর শাখা খোলা হচ্ছে। যেসব হাফেজ ও মাওলানা

ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের জন্য এক থেকে দুই বছরের বিশেষ ট্রেনিং করিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে ডাক্তার, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শাহিন গ্রুপের মাওলানা মারগুবুর রহমান, শাইখুল হাদীস মাওলানা আহসানুল্লাহ কাসেমী, সরুলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুফতি জনাব মাসুদ করিম, সিউড়ি মাদ্রাসার মুফতি মেহফুজ হাসান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা সবাই শিক্ষার্থীদের জন্য দোয়া ও উৎসাহ প্রদান করেন।

সহপাঠীর মারে মৃত্যু স্কুল ছাত্রের

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: সহপাঠীর মারে মৃত্যু হল ছাত্রের।মৃতের নাম অভিনব জালান(১৫)।চাঁপদানী আর্য বিদ্যাপিঠ স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র। স্কুল সূত্রে খবর, স্কুলে ক্লাস চলছিল। একটা নাগাদ ক্লাস টেনের সহপাঠীদের মধ্যে মারামারি বাঁধে। অভিযোগ তখনই অভিনবর বুকে ঘুসি মারে এক সহপাঠী। সে লুটিয়ে পড়ে যায়।

তড়িঘড়ি স্কুলের শিক্ষক এবং এলাকার লোকজন তাকে টোটো করে চাপিয়ে গৌরহাটি ইএসআই হসপিটালে নিয়ে যায়।চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, তিনি ঘটনার সময় স্কুলে ছিলেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অন্য স্কুলে গিয়েছিলেন।

খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে চলে আসেন। শুনেছেন স্কুলের একই ক্লাসের দুই ছেলের মধ্যে মারামারি হয়েছে।

চাঁপদানি পুরসভার তিন নম্বর

ওয়ার্ডে ওই স্কুল। সেই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বর্তমান কাউন্সিলরের স্বামী বিক্রম গুপ্তা বলেন, স্কুলের মধ্যে মারামারি হয়েছে একটা ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এমনটা জানতে পেরেই আমরা ছুটি। টোটো করে হাসপাতালে নিয়ে যাই কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।

পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি মৃত ছাত্র অভিনব জালানের। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিক্রম সাউ বলেন,খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। ছমাস আগে ওই ছাত্রের দিদির হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।এবার এই ছাত্রের মৃত্যু হল।

মৃত ছাত্রের বাবা গনেশ জালানের প্রশ্ন, শিক্ষকদের সামনে কি করে ছাত্ররা মারামারি করে?

তাঁর অভিযোগ, স্কুলে কোনও পড়াশোনা হয় না। ছেলের মৃত্যুর জন্য যে বা যারা দায়ী তাঁদের শাস্তি চান তিনি।

ঘটনার পর থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে স্কুল চত্বরে। সামাল দিতে উপস্থিত হয়েছেন চন্দননগর কমিশনারেটের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা।

একসময় ছিল টোটো, কিন্তু পোশাক বদলে হয়ে গেল ভিনটেজ কার!

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: একসময় ছিল টোটো। কিন্তু পোশাক বদলে হয়ে গেল ভিনটেজ কার।

টোটো পরিবর্তন হয়ে পরিনত হল পুরনো দিনের বিলাসবহুল ভিনটেজ কারে। তবে পুলিশ আটক করলো গাড়িটিকে! এটা সম্ভব কিভাবে? আসলে কথায় আছে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। সেজন্যই রাতারাতি টোটো হয়ে গেলো চারচাকা থার। বিজ্ঞানের যুগে বুদ্ধিকে কাজে লাগালে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় আর সেটাই প্রমাণ করলো ময়নাগুড়ির এক ব্যক্তি। নিজের হাতে তৈরি করলো ব্যাটারি চালিত বিলাসবহুল ভিনটেজ কার। তবে প্রকাশ্যে আসতেই গাড়িটি আটক করলো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ, জানা যায় ময়নাগুড়ির এক ব্যক্তি এই

গাড়িটা নিয়ে ময়নাগুড়ি শহর দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় চোখে পড়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের, পরে পুলিশ গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এই গাড়িটি একটি টোটোর ভোল পাল্টে ম তৈরি করা হয়েছে, পুরনো দিনের বিলাসবহুল একটি গাড়িকে নকল করে। পরে পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসে। যদিও এই গাড়িটির কোন চালককে পাওয়া যায়নি।

ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ এই গাড়িটিকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। সূত্র মারফত জানা যায় গাড়িটি বিয়ে বাড়িতে ভাড়া এবং রিসোর্টে ভাড়া দেওয়ার জন্যই বানানো হয়েছিল।

ব্যারাক থেকে পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: পুলিশ ব্যারাক থেকে পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম দেবাশীষ গড়াই। সে মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। প্রায় মাস্টারের আগেই মায়াপুর ফাঁড়িতে কর্মসুত্রে এসেছিলেন। তার বাড়ি বীরভূমের নানুরে।পুলিশ সূত্রে খবর আজ সকালে ওই পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় পুলিশ ব্যারাক থেকেই। ঘটনায় মৃত দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় মায়াপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নিতে বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যেই দেহটি শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করছে পুলিশ। তবে কেন এই

পুলিশ কর্মী আত্মহত্যা করলেন তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। তবে এটা আদেও আত্মহত্যা কিনা নাকি মৃত পুলিশকর্মীর ওপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোন চাপ সৃষ্টি করেছিল। পেছনে কি অন্য কোন রহস্য আছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও পুলিশ কর্মীর দেহ উদ্ধারের পর তার পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থানে পৌঁছেছে আইসি নবদ্বীপ।

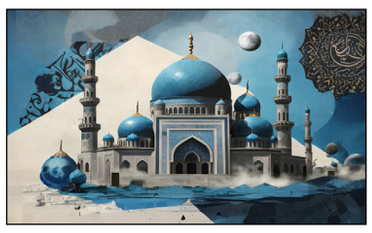

- ইনসাফ কায়েমে মুহাম্মদ সা:-এর আদর্শ
- সহনশীলতা মুমিনের বৈশিষ্ট্য
- দিলের ময়লা দূর করতে আসছে রমজান
- যেসব কাজ ব্যবসার বরকত নষ্ট করে

প্রেমময় এক ইবাদত

মামুন আশরাফী

আল্লাহ তায়ালা বড় চমৎকার করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। নানা রকম সৌন্দর্যময় আর নয়নাভিরাম বস্তু দিয়ে এই পৃথিবী সাজিয়েছেন। আপন রহমত এবং দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে তিনি মানুষকে পাঠিয়েছেন। নিজের ‘খলিফা’ (প্রতিনিধি) হিসেবে। যারা আপন রবের ইবাদত করবে, তার সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন পরিচালনা করবে। ইরশাদ হয়েছে-‘আমি মানুষ ও জিনকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।’ (সূরা জারিআত-৫৬)

আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার রহমত ও দয়ার মুখাপেক্ষী। শুধু মানুষ নয়, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ তায়ালার করুণা ভিখারী। আল্লাহর রহমত, দয়া ও করুণা ছাড়া কারো জন্য এই পৃথিবীতে এক মুহূর্তও টিকে থাকা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালার রহমত, দয়া ও করুণা লাভের কী উপায়? কোনো পন্থা অবলম্বন করলে আল্লাহর রহমতের সাগরে অবগাহন করা যাবে? কোন সে আমল যার বরকতে মানুষের জীবন রহমতের স্নিগ্ধ জলধারায় সিক্ত হয়?

হ্যাঁ, আজ আমরা এমন একটি বরকতময় রহমতে ভরা আমল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ, যে আমলটি অফুরন্ত বরকত ও রহমতের আধার। যে আমল মানুষের জীবনকে আলোয় ভরে দেয়। একরাশ স্নিগ্ধতা তার জীবনজুড়ে বিরাজ করে। একপশলা রহমের বৃষ্টি তার হৃদয় ভূমিকে সিক্ত করে রাখে।

কি সেই বরকতময় আমল? দরুদ শরিফ। আরবিতে যাকে বলে আসসালাত আলান নাবিয়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ রাসূল, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মদ সা:-এর প্রতি হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা নিবেদন করে দরুদ প্রেরণ করা।

রাসূলুল্লাহ সা:-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করা আল্লাহ তায়ালার কাছে খুবই প্রিয় একটি আমল। এতে করে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

রাসূলুল্লাহ সা:-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। ইরশাদ হয়েছে- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ পাঠান। হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরুদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।’ (সূরা আহজাব-৫৬)

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে মুমিনদেরকে রাসূলুল্লাহ সা:-এর প্রতি দরুদ প্রেরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য পালনীয় হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সা:-এর প্রতি হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দরুদ প্রেরণ করা। দরুদ প্রেরণ করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। দরুদ প্রেরণকারীর ওপর তিনি রহমত বর্ষণ করেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত- তিনি রাসূলুল্লাহ সা:-কে বলতে শুনেছেন, নবীজি বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত নাজিল করেন।’ (মুসলিম-১/৩০৬)

দরুদ প্রেরণের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সা:-এর কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, ‘কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ প্রেরণ করে।’ (তিরমিজি-২/২৮৪, ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন)

জুমার দিন বেশি বেশি দরুদ প্রেরণ করা উচিত। এটি রাসূলুল্লাহ সা:-এর পবিত্র নির্দেশনা। হজরত আউস ইবনে আউস রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, ‘তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমার দিন। এ দিন তোমরা বেশি বেশি করে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করো।’ (আবু দাউদ-১/১০৪৮)

রাসূলুল্লাহ সা:-এর পবিত্র নাম উচ্চারিত হলে দরুদ শরিফ পড়া প্রতিটি মুমিনের প্রতি ভালোবাসার দাবি। একজন মুমিন তার প্রেমাস্পদ রাসূলুল্লাহ সা:-এর নাম শুনলেই একবুক ভালোবাসা নিয়ে নবীজির ওপর দরুদ পাঠ করবে- এমনটিই কাম্য। কিন্তু এরপরও যারা প্রেমাস্পদের নাম শুনে দরুদ পড়ে না তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাদেরকে ‘কৃপণ’ বলে অভিহিত করেন।

হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, ‘ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক (ধ্বংস হয়ে যাক) যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ আমার উপর দরুদ পাঠ করে না।’ (তিরমিজি-৫/৩৫৪৫, ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন)

হজরত আলী রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, ‘ওই ব্যক্তি কৃপণ যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার উপর দরুদ পাঠ করে না।’ (তিরমিজি-৫/৩৫৪৬, ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে ‘হাসান সহিহ’ বলে সাব্যস্ত করেছেন)

রাসূলুল্লাহ সা: প্রত্যেক মুসলমানের কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তানাদি এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। নবীজিকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা উপহার দেয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে ভালোবাসার দাবি হচ্ছে- প্রিয় মানুষটির বরকতময় পবিত্র নামটি যেখানেই শুনতে পাবে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও ভালোবাসা উজাড় করে দরুদ শরিফ পাঠ করবে। এতে নবীজি সা:-এর প্রতি তার ভালোবাসার মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। তার প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত-বরকত অঝোর ধারায় বইতে থাকবে। তার জীবনবৃক্ষটি ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। সর্বোপরি আল্লাহর রহমতে চিরসাফল্যের ঠিকানা জান্নাতের সুনির্মল পথে এগিয়ে যাওয়া তার জন্য সহজ হবে।

ঘুমানোর আগে কিছু আমল

ফেরদৌস ফয়সাল

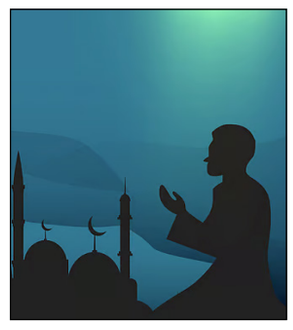

রাতে দেরিতে ঘুমাতে গেলে ফজরে উঠতে সমস্যা হয়। এটা অস্বাভাবিক নয়। ঘুম থেকে না ওঠার কারণে ফজরের নামাজ আদায় করতে কারও কারও সমস্যা হয়। কীভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ফজরের নামাজের জন্য জেগে ওঠার কয়েকটি কৌশল এখানে বলা হলো।

ঘুমানোর আগে আমল ঘুমানোর আগে কিছু আমল করে নেওয়া ভালো। আমলগুলো নিজের মতো তৈরি করে নেওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঘুমানোর আগে পড়া যেতে পারে সুরা ফাতিহা, দরুদ শরিফ, আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা কাফিরুন, সুরা নাস, সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, সুরা হাশরের শেষ আয়াত, সুরা তওবার শেষ দুই আয়াত, সুরা আল ইমরানের শেষ ১০ আয়াত, সুরা মুলক ইত্যাদি।

ঘুমানোর আগে অজু করা ঘুমানোর আগে অজু করতে হবে। ঘুমাতে হবে ডান দিকে কাত হয়ে। ডান হাত গালের নিচে রাখা ভালো।

ঘুমানোর আগে এই দোয়া করা ভালো, ‘হে আল্লাহ, আমার জন্য ফজরের নামাজকে তুমি সহজ করো, কবুল করো।’ তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া বেশি রাত না জাগা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। রাত জাগার যুক্তিসংগত কারণ না থাকলে সেটাই উত্তম। ঘুমের আগে মুঠোফোনসহ সব ধরনের ডিভাইস থেকে নিজেকে দূরে রাখলে সময়মতো ঘুমানো সহজ হয়।

অ্যাপ ব্যবহার গুগল প্লে স্টোরে ব্যবহারযোগ্য অনেক ধরনের অ্যাপ পাওয়া যায়। সময়মতো ওঠার জন্য কোনো অ্যালার্ম অ্যাপ ব্যবহার করা যায়। ঘুমের চক্র খেয়াল করা প্রত্যেক মানুষের ঘুমের একটা নিজস্ব অভ্যাস আছে। কেউ ঘুমান ৮ ঘণ্টা, কেউ ৭ ঘণ্টা; কারও ঘুম হয় ৬ বা ৫ ঘণ্টা। ধরা যাক, ফজরের নামাজের জন্য ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে, তাহলে ঘুমের ধরন অনুযায়ী ততক্ষণ আগে ঘুমাতে যাওয়ার অভ্যাস করুন।

বিতরের নামাজের পর দোয়া করা বিতরের নামাজের পর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারেন। বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ আপনাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠাবেন।

পবিত্র কোরআন পড়ে ঘুমাতে যাওয়া ঘুমাতে যাওয়ার আগে পবিত্র কোরআন থেকে সুরা পড়া যায়। হাদিসে সুরা মুলকসহ অন্যান্য সুরা পড়ার পরামর্শ আছে।

কিয়ামতের কথা স্মরণ করা ভালো কাজ করলে কিয়ামতের দিন পুরস্কৃত হবেন। আল্লাহর কথা মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবেন।

লোক-দেখানো ইবাদত মূল্যহীন

মাইমুনা আক্তার

মুমিনের কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাতে পূর্ণ ইখলাস থাকা আবশ্যক। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি তার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।’ (সুরা : কাহফ, আয়াত : ১১০)

যদি কোনো আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয়ে তাতে দুনিয়াবি স্বার্থ প্রবেশ করে, তবে তা আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন হয়ে যায়। মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য ইবাদত করা আরো ভয়ানক বিষয়।

হাদিস শরিফে এসেছে, কিয়ামতের দিন বহু মানুষ পাহাড়সম ইবাদত নিয়েও জাহান্নামে যাবে, শুধু লোক-দেখানোর নিয়তে করার কারণে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে আছে ...তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য কিয়ামতের দিন তাদের সামনে হাজির হবেন। সমস্ত উম্মত তখন নতজানু অবস্থায় থাকবে। এরপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিদের ডাকা হবে, তারা হলো কোরআনের হাফেজ, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ এবং প্রচুর সম্পদের মালিক।

সেই ক্বারি (কোরআন পাঠক)-কে আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন, ‘আমি কি আমার রাসুলের মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি, তা তোমাকে শিখাইনি?’ সে বলবে, ‘হ্যাঁ, হে রব! আপনি শিখিয়েছেন।’ তিনি বলবেন, ‘তুমি যা শিখেছ, সে অনুযায়ী কী আমল করেছ?’ সে বলবে, ‘আমি দিনরাত তা তিলাওয়াত করেছি।’ তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছ।’ ফেরেশতারাও বলবে, ‘তুমি মিথ্যা বলেছ।’

আল্লাহ তাআলা তাকে আরো বলবেন, ‘বরং তুমি চেয়েছিলে মানুষ তোমাকে বড় ক্বারি (হাফেজ) বলে ডাকুক। আর তা তো হয়েছে।’

তারপর সম্পদশালী ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, ‘আমি কি তোমাকে সম্পদশালী করিনি? এমনকি তুমি কারো মুখাপেক্ষী ছিলে না?’ সে বলবে, ‘হ্যাঁ, হে রব! আপনি তা করেছেন।’ তিনি বলবেন, ‘আমার দেওয়া সম্পদ দিয়ে তুমি কী করেছ?’ সে বলবে, ‘আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি এবং দান-খয়রাত করেছি।’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছ।’ ফেরেশতারাও বলবে, ‘তুমি মিথ্যাবাদী।’ আল্লাহ তাআলা আরো বলবেন, ‘তুমি চেয়েছিলে মানুষ তোমাকে দানশীল ও দানবীর বলে ডাকুক। আর তা তো হয়েছে।’

তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে, তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রশ্ন করবেন, ‘তুমি কিভাবে নিহত হলে?’ সে বলবে, ‘আমি তো আপনার পথে জিহাদ করতে আদিষ্ট ছিলাম। তাই আমি জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি।’ আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলেছ।’ ফেরেশতারাও বলবে, ‘তুমি মিথ্যাবাদী।’ আল্লাহ তাআলা আরো বলবেন, ‘তুমি চেয়েছিলে মানুষ তোমাকে সাহসী বীর বলে ডাকুক। আর তা তো হয়েছে।’

তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার হাঁটুতে হাত রেখে বললেন, ‘হে আবু হুরায়রা! কিয়ামতের দিন সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই তিন ব্যক্তির মাধ্যমেই জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৮২)

এ জন্য মুমিনের উচিত, প্রতিটি কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় করা। কোনো কাজে মানুষের প্রশংসার প্রত্যাশী না হওয়া। কারণ লোক-দেখানো ইবাদতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘ধ্বংস সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন, যারা (মানুষকে) দেখানোর জন্য তা (নামাজ আদায়) করে, আর যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থাকে।’ (সুরা : মাউন, আয়াত : ৪-৭)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমিন।

ইনসাফ কায়েমে মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ

উবাইদুল্লাহ নাঈম সিরাজী

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার এক মহৎ গুণ। ন্যায়বিচার ব্যক্তিকে সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয়পাত্র করে তোলে। শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ইনসাফ অপরিহার্য বিষয়। ইনসাফবিহীন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান সৎ ও প্রকৃত শাসক হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী সা: ছিলেন ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইনসাফের সুদীপ্ত আলো ছিল চির ভাস্বর, চির উজ্জ্বল ও চির বিরাজমান। তিনি নিজে ইনসাফ কায়েম করে গেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী ও তদীয় উম্মতকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছেন। তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগেও ইনসাফ কায়েম করেছেন, পরেও।

বন্ধু-শত্রু, দোস্ত-দুশমন ও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুশমন বা অমুসলিম বলে কারো সাথে বেইনসাফি করেননি। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনেও ইনসাফ কায়েম থেকে বিন্দুপরিমাণ পিছপা হননি।

প্রাক-নবুওয়াত জীবনে ইনসাফ : নবীজী সা: শৈশবে দুধমাতা হালিমা সাদিয়ার স্তনপান করেন। তিনি সবসময় তার ডান স্তন থেকে দুধ পান করতেন। দুধভ্রাতা আবদুল্লাহর জন্য বাম স্তন রেখে দিতেন।

প্রাক-নবুওয়াত যুগে সমাজে ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে তিনি গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামে একটি যুবসঙ্ঘ। যার কর্মসূচি ছিল এতিম-অনাথ ও বিধবাদের সহায়তা করা। বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো। নবীজীর ইনসাফের প্রতি শতভাগ আস্থা ছিল কুরাইশদের। তাই কাবার দেয়ালে হজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে যখন মতবিরোধ হয়, তখন নবীজী সা:-কে তারা বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা সবাই একবাক্যে মেনে নেয়ার কথা প্রকাশ করে। অবশেষে তাঁর ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়।

পবিত্র কুরআনে ইনসাফ : পবিত্র কুরআনের ঘোষণা- ‘নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ করেন ইনসাফ, মঙ্গলসাধন ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার।...’ (সূরা নাহল-৯০)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘(আপনি বলুন) এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে।...’ (সূরা শূরা-১৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে- ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতগুলো তার পাওনাদারদের পেঁছে দাও এবং যখন লোকদের মধ্যে বিচার করো তখন ইনসাফের সাথে বিচার করো।...’ (সূরা নিসা-৫৮) এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইনসাফ কায়েমের হুকুম করা হয়েছে।

হাদিসের আলোকে ইনসাফ : রাসূলুল্লাহ সা:-এর ইনসাফের ঘটনা হাদিস গ্রন্থগুলোয় অসংখ্য। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো :

হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সা: যখন জিরানায় গণিমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইনসাফ করুন। রাসূল সা: বললেন, অবশ্যই আমি হতভাগা যদি আমি ইনসাফ না করি।’ (বুখারি-৩১৩৮, মুসলিম-১০৬৩)

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, হোনাইন বিজয়ের দিনে রাসূল সা: গণিমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে কিছু লোককে প্রাধান্য দিলেন। অতএব, আকরা বিন হাবিসকে ১০০ উট দিলেন। উওয়ায়নাকেও দিলেন সমপরিমাণ এবং আরবের কতিপয় সম্মানিত ব্যক্তিকে সেদিন গণিমতের মালে প্রাধান্য দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ! এই গণিমতের মাল বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য করা হয়নি। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি নবীজীর কাছে এ ব্যাপারে খবর দেবো। অতঃপর আমি নবী সা:-এর কাছে এলাম ও বিষয়টি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যদি ইনসাফ না করেন তাহলে কে ইনসাফ করবে! আল্লাহ মুসার প্রতি রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে। আর তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।’ (বুখারি-৩১৫০, মুসলিম-১০৬২)

সাহাবিদের ব্যাপারে ইনসাফ : রাসূলুল্লাহ সা: ছিলেন ন্যায়বিচারের উৎস। জীবনভর তিনি আপন-পর নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

হজরত আমের রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি নোমান বিন বশির রা:-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি মিম্বারের ওপরে ছিলেন তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে একদা কিছু উপঢৌকন দিলেন। তখন আমর বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট হবো না, যতক্ষণ না রাসূল সা:-কে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য করা হবে! তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সা:-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বিনতে রাওয়াহা থেকে আমার পুত্রকে কিছু উপহার দিয়েছি। এখন আমর বলছে আপনাকে যেন সাক্ষী রাখি! রাসূল সা: বললেন, ‘তুমি কি তোমার সব সন্তানকে এভাবে দিয়েছ?’ তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, ‘আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করো!’ বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ফিরে এলেন এবং তার উপহার ফেরত আনলেন। (তিরমিজি-১৩২৮)

স্ত্রীদের সাথে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ : নবীজী সা: ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের স্তম্ভ। ন্যায়বিচার ছিল তাঁর স্বভাবজাত বিষয়। উম্মাহাতুল মুমিনিনের মধ্যে তাঁর ন্যায়বিচার উম্মতের নারীদের জন্য উত্তম আদর্শ। হজরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি (উরওয়া বিন যুবায়েরকে লক্ষ্য করে) বলেন, হে আমার ভগ্নিপুত্র! রাসূলুল্লাহ সা: আমাদের কাছে অবস্থানের পালা বন্টনের ক্ষেত্রে কারো ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন কমই ছিল যেদিন তিনি আমাদের সবার কাছে গমন করতেন না। অতএব তিনি তাঁর সব স্ত্রীর কাছে আগমন করতেন স্পর্শ করা ব্যতীত। এভাবে যার পালা তার কাছে যেতেন এবং তার কাছে রাত্রিযাপন করতেন। (আবু দাউদ-১২৩৫)

হজরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: পালা বন্টন করতেন ও ইনসাফ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! এটি আমার (পালা) বন্টন, যার সামর্থ্য আমি রাখি। অতএব, আমাকে তিরস্কার করবেন না যার সামর্থ্য আপনি রাখেন, আমি রাখি না।’ (আবু দাউদ-১২৩৪, তিরমিজি-১১৪০, নাসায়ি-৭/৬৪, ইবনে মাজাহ-১৯৭১)

হজরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সা: যখন সফর করতেন, স্ত্রীদের মধ্যে লটারি দিতেন।’ (বুখারি-৫২১১, মুসলিম-২৪৪৫)

অমুসলিমদের সাথে ইনসাফ : তিনি কথাবার্তা, চালচলন ও অন্যান্য বিষয়ে মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটলে তার সত্য ও ন্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতেন এবং নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিমের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন।’ আশআস রা: বলেন, আল্লাহর কসম। এটি আমার সম্পর্কেই ছিল। আমার ও এক ইহুদি ব্যক্তির মধ্যে যৌথ মালিকানায় একখণ্ড জমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী স:-এর কাছে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সা: আমাকে বললেন, ‘তোমার কোনো সাক্ষী আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি ইহুদিকে বললেন, তুমি কসম করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো কসম করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ তায়ালা (এ আয়াত) নাজিল করেন, ‘যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে...।’ (সূরাআলে ইমরান-৭৭, বুখারি-২২৫৬)

শেষ কথা : রাসূল সা: আমরণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তিরোধানের আগে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী একদল অনুসারী তৈরি করে গেছেন, যারা মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

সহনশীলতা মুমিনের বৈশিষ্ট্য

আবদুল মজিদ মোল্লা

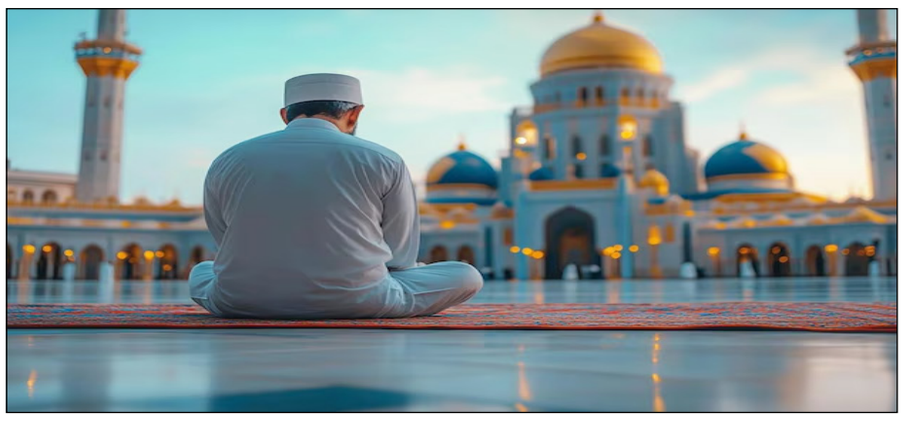

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর সেখানে নতুন সমাজব্যবস্থার সূচনা করেন। এই সমাজের মূলকথা ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সর্বজনীন নেতৃত্বের স্বীকৃতি, পারস্পরিক সহমর্মিতা, ধর্মীয় সহনশীলতা ইত্যাদি। একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবিদের দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করেন। তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টায় সাহাবিরা ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা, সম্মান, সম্ভ্রম, ইবাদত, আনুগত্য ও শিষ্টাচারের দীক্ষায় দীক্ষিত হন।

তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে চলতেন। একজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামের কোন দিকটি উত্তম? অর্থাৎ ইসলামের কোন আচার-আচরণটি উত্কৃষ্ট? তিনি বললেন, তুমি খাবার খাওয়াও, চেনা-অচেনা (লোককে) সালাম দাও। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬২৩৬)

আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করেই স্পষ্টত উপলব্ধি করলাম যে এ কমনীয়, রমণীয়, সুষমাস্নিগ্ধ ও উজ্জ্বলতামণ্ডিত মুখমণ্ডলটি কোনো মিথ্যুক মানুষের হতে পারে না। তাঁর মুখনিঃসৃত যে প্রথম বাণীটি শ্রবণ করেছিলাম তা ছিল, হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সালাম দাও, খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় কোরো এবং রাতের বেলা মানুষ যখন নিদ্রাসুখে মগ্ন থাকবে তখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকো। নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩২৫১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন, 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদে না থাকে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৬)

অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন, '(প্রকৃত) মুসলিম ওই ব্যক্তি যার হাত ও জিহবা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।' (জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৬২৭)

মহানবী (সা.) প্রাত্যহিক জীবনে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউই (প্রকৃত) মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অপর ভাইয়ের জন্য ওই সব জিনিস পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'(সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৫০১৭)

তিনি এভাবে সামাজিক ঐক্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন– 'সকল মুমিন একটি মানবদেহের মতো, যদি তার চোখে ব্যথা হয়, তাহলে সমগ্র দেহেই ব্যথা অনুভূত হবে, আর যদি মাথায় ব্যথা হয়, তাহলে তার সমগ্র শরীরেই ব্যথা অনুভূত হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০১১)

তিনি আরো বলেছেন, 'মুমিন মুমিনের জন্য একটি দালান ঘরের মতো, একাংশ অপর অংশকে শক্তি দান করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৪৬)

তিনি একটি সহনশীল সমাজ গঠনের নিমিত্তে বলেছেন, 'নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না, রাগ করবে না, একে অপর থেকে মুখ ফেরাবে না, আল্লাহর বান্দা ও আপসের মধ্যে ভাই ভাই হয়ে থাকবে। কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তিন দিনের বেশি তার ভাইয়ের সঙ্গে ক্রোধবশত কথাবার্তা বন্ধ রাখবে না।

' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৭৬)

মহানবী (সা.) পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন, 'মুসলিম মুসলমানের ভাই, না তার প্রতি অন্যায় করবে আর তাকে শত্রুর হাতে অর্পণ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাতে থাকবেন। কোনো মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে, তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। আর কেননা মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন করে, তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৮৯৩)

তিনি আরো বলেছেন, 'সে ব্যক্তি মুসলিম নহে, যে পেটপুরে খায় অথচ তার পাশেই প্রতিবেশী অনাহারে কালাতিপাত করে।' (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১১২)

এভাবে কোন ইবাদতের কী মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে তার কী সাওয়াব ও পুরস্কার আছে সেসব তিনি আলোচনা করতেন। তাঁর নিকট কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি তা মুসলিমদের পড়ে শোনাতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের তা পড়ে শোনাতে বলতেন। উদ্দেশ্য ছিল এ কাজের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে বুঝ-সমঝ ও চিন্তাভাবনার উদ্রেক এবং দাওয়াতের যোগ্যতা ও সচেতনতার সৃষ্টি করা।

এভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিমদের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁদের উন্নীত করেন এবং জাগতিক ও ঐশী ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে আল্লাহর চেতনা ও ন্যায়-নীতির প্রতি নিবেদিত ও সমর্পিত এমন এক মানবগোষ্ঠীর গোড়াপত্তন করেছিলেন, ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই।

আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক চেতনায় উজ্জীবিত প্রেরণাবোধ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে নবী কারিম (সা.) মদিনার সমাজজীবনে এমন এক জীবনধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, অখণ্ড মানবজাতির ইতিহাসে যা ছিল সর্বোচ্চ মানের এবং সর্বাধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত। এ জীবনধারায় তিনি এমন সব নিয়মনীতি এবং আচার-আচরণ প্রবর্তন করলেন, যা যুগ-যুগান্তর ধরে অব্যাহত থাকা শোষণ, শাসন ও নিষ্পেষণের অবসান ঘটিয়ে ছিল। র্জাতাকলে নিষ্পেষিত মানবজীবনকে শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তির আস্বাদে ভরপুর করে তুলে এ জীবনধারার উপাদানগুলোকে এমন উঁচু মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করা হয়েছিল যে যুদ্ধ এবং শান্তি সব অবস্থার সঙ্গেই সর্বাধিক যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা করে যেকোনো পরিস্থিতির মোড় নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার মতো যোগ্যতা মুসলিমরা অর্জন করেছিলেন। মুসলিমদের এমন পরিবর্তিত জীবনধারা কিছুটা যেন আকস্মিকভাবেই ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে দেয়।

দিলের ময়লা দূর করতে আসছে রমজান

সেলিম হোসাইন

বাড়ির পাশে নদী। নদীর নাম ধানসিঁড়ি। ওপর থেকে দেখলে মনে হবে বিশাল অজগর সাপ এঁকেবেঁকে চলছে। মাতৃভূমি বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে অজস্র নদী শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে রয়েছে। তবে এখন আর আগের মতো অবস্থা নেই। বেশির ভাগ নদীই যৌবন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। আর কত নদী যে মরে গেছে তার সঠিক পরিসংখ্যান এখনো করা হয়নি। নদী মরে যায় কেন? নদী যখন তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় তখনই নদী মরে যায়। নদীর ধর্ম কী? নদীর ধর্ম নিরবধি বয়ে চলা। নদী যখন থেমে যায়, বলা ভালো মানুষ যখন নদীকে গলা টিপে, পায়ে শিকল পরিয়ে থামিয়ে দেয়, তখনই ধীরে ধীরে নদী মরে যায়। প্রথমে খাল, তারপর ঝিল, সবশেষে দুর্গন্ধযুক্ত বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়ে ইতিহাসের বুক থেকে হারিয়ে যায় একসময়ের খরস্রোতা নদী। তবে সঠিক সময়ে যদি পথ খুলে দেওয়া যেত, খনন করে নদীর বয়ে চলা নিশ্চিত করা যেত তাহলে নদীটি থাকত স্বচ্ছ, প্রবহমান।

মানুষের জীবনও অনেকটা নদীর মতো। জন্মের পর থেকে প্রভুর দিকে তার বয়ে চলা শুরু হয়। মাঝে গুনাহের বড় বড় দেয়াল এসে পথ আটকে দেয়। মানুষ তখন মসজিদে যেতে চায়। কিন্তু কী এক অদৃশ্য কারণে পারে না। মানুষ চায় ভালো হতে। মনের গভীর থেকে প্রতিদিনই সংকল্প করে আগামীকাল থেকে ভালো হয়ে যাব। কিন্তু সে ভালো হতে পারে না। পারবে কীভাবে? তার সামনে যে গুনাহের দেয়াল। বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের সীমা নেই। বান্দার জীবন থেকে গুনাহের দেয়াল ভেঙে দিতে এক মাসের সিয়াম-সাধনার বিশেষ আয়োজন করেছেন। এ সময় আল্লাহ শয়তানকে আটকে রাখেন। বান্দার জন্য পরিবেশ তাকওয়ার অনুকূলে রাখেন। চারদিকেই কোরআন আর ধর্মের সুবাতাস ছড়িয়ে দেন। বান্দার মন নরম করে দেন। যাদের ভাগ্য ভালো তারা এ সুযোগ লুফে নেয়। নিজেকে রাঙিয়ে নেয় তাকওয়ার রঙে। আর যারা হতাভাগা, কপালপোড়া তারা রয়ে যায় আগের গান্দেগির জীবনে।

প্রিয় পাঠক! বছর ঘুরে আবার আসছে রমজান। দিলের নদীতে যত ময়লা আছে সব সাফ করার মাস এ রমজান। হাদিস শরিফে পাওয়া যায়, রসুল (সা.) রজব মাস থেকেই রমজানের জন্য প্রস্তুতি নিতেন। আমাদের মধ্যে এখনো এমন অনেক আল্লাহর বান্দা আছেন, যারা রমজানের জন্য বিশেষ করে প্রস্তুতি নেন। তবে আমরা যারা এখনো রমজানের প্রস্তুতি নিতে পারিনি তাদের এখনই মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া জরুরি। রমজানের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, তা হলো আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতির সঙ্গে আত্মিক প্রস্তুতিও নিতে হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি পর্ব না নিলেও সমস্যা হবে না, যদি নফসের প্রস্তুতি নেওয়া যায়। অন্যায়, অবিচার, সুদ-ঘুষ, মিথ্যা থেকে নিজের আত্মাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। হ্যাঁ! আমরা এত দিন পাপের সাগরে ডুবে ছিলাম ঠিক। কিন্তু সময় এসেছে ফিরে যাওয়ার। তাওবাতুন নাসুহা করার। রমজান উপলক্ষে আমাদের সব ধরনের অন্যায় অবিচার থেকে তওবা করে খাঁটি জিন্দেগি শুরু করতে হবে। আর এ জন্য এখন থেকেই মানসিক এবং বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। হতে পারে এ রমজানই আমার জীবনের শেষ রমজান। এ বছরের পর আর কোনো রমজান আমি পাব না। তাই এ রমজানকেই আত্মশুদ্ধি ও গুনাহ মাফের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। একটি হাদিসে এসেছে, রসুল (সা.) আমিন বলে মিম্বারে পা রাখেন। সাহাবিরা এ রকম দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কেন এমনটি করলেন? রসুল (সা.) বললেন, এই মাত্র জিবরাইল (আ.) বলল, যে রমজান মাস পেয়েও গুনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র করতে পারল না, নিজের আত্মশুদ্ধি করতে পারল না, নিজেকে জান্নাত উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারল না, তার জন্য ধ্বংস। জিবরাইলের এ দোয়াকে যৌক্তিক মনে করে আমি আমিন বললাম। (আদাবুল মুফরাদ।)

ইমাম (বায়হাকি রহ.) বর্ণনা করেন, হজরত সালমান ফারসি (রা.) বলেন, 'একবার শাবানের শেষ দিন রসুল (সা.) আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। খুব দরদি ভাষায় তিনি বললেন, হে মানুষ! তোমাদের মাঝে একটি সম্মানিত মাস এসেছে। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ মাসে দিনে রোজা পালন করা ফরজ এবং রাতে কিয়াম করা নফল। এ মাসে একটি নফল ইবাদত ফরজের সমান এবং একটি ফরজ ইবাদত সত্তরটি ফরজের সমান বিবেচনা করা হয়। এ মাসের প্রথম দিকে রহমত, মধ্যভাগে ক্ষমা এবং শেষ দিকে রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (বায়হাকি শরিফ।)

হে আল্লাহ! মাহে রমজানের পূর্ণ বরকত লাভের তাওফিক আপনি আমাদের দিন। আমিন।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

মোহাম্মদ ইব্রাহিম

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে নারী শিক্ষার বিকল্প নেই। বিশেষ করে একটি পরিবারকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর তাই তো বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা: আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর আগে সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীর শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিহাসে কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। ইসলাম নারীকে যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছে, তা পৃথিবীতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এমনকি ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তা অতীত ও বর্তমানের কোনো রাজা বা রাষ্ট্র দান করতে পারেনি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষকে দিয়েছে সমান অধিকার। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সা: শিক্ষাকে শুধু নারীর অধিকার সাব্যস্ত করেননি; বরং আরো একধাপ আগে বেড়ে শিক্ষাকে নারী-পুরুষ সবার জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য শিক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। নারী শিক্ষার গুরুত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে সহি বুখারির ৭৩১০ নং হাদিসে। একবার এক নারী রাসূল সা:-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাদিস তো শুধু পুরুষরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করুন। যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন।

তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক জায়গায় একত্রিত হবে। সে মোতাবেক তারা একত্রিত হয়। নবী সা: তাদের কাছে আসেন এবং আল্লাহ তাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দেন এবং রাসূল সা: বাঁদীদেরও শিক্ষাদানের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করেন। অথচ তাদের শিক্ষার ব্যাপারে কেউ কোনো দিন চিন্তাও করত না।

তিনি ইরশাদ করেন, কারো যদি বাঁদী থাকে আর সে তাকে উত্তমরূপে বিদ্যা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে আজাদ করে দেয়। এরপর তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, তার জন্য দু'টি পুরস্কার। (বুখারি-৯৭) এভাবে মহানবী সা: মুসলিম নারীদের অন্তরে শিক্ষার তীব্র স্পৃহা তৈরি করেছিলেন। যার ফলে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের নারীরা ব্যাপকভাবে সাড়া দেন। ইবনে সাদ তার 'তাবাকাত' নামক গ্রন্থে ৭০০ নারীর নাম উল্লেখ করেছেন, যারা রাসূল সা: থেকে বা তার সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা: হলেন নারী শিক্ষার উজ্জ্বল নক্ষত্র। বড় বড় সাহাবিও তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

নবী সা:-এর যুগে এবং পরবর্তী যুগগুলোতেও মুসলিম নারীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে কাব্য, সাহিত্য, আইন প্রভৃতি সব বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যেমন রুফাইদা আল ইসলামিয়া ছিলেন মসজিদে নববীতে স্থাপিত যুদ্ধাহত সৈন্যদের হাসপাতালের অধ্যক্ষ। উইকিপিডিয়াতে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, রুফাইদা রা: ছিলেন বিশ্বের প্রথম নার্স ও মহিলা সার্জন। শিফা বিনতে হারেস ইসলামের সর্বপ্রথম পারিবারিক শিক্ষিকা ছিলেন। নারী তাবেয়িনদের মধ্যে হাফসা বিনতে সিরিন ইবাদত, ফিকহ ও কুরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. নারী শিক্ষিকা নাফিসা বিনতুল হাসানের দরসে অংশগ্রহণ করতেন এবং তার থেকে হাদিস শুনতেন। উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান ও উম্মে শারিক ইসলামের প্রসিদ্ধ দাওয়াত দানকারী নারী ছিলেন। সুতাইতা আল মাহামালি নামক এক নারী গণিতশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

এভাবে বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে নারীপ্রগতির এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করেছে ইসলাম। এমনকি বিশ্বের প্রথম সনদ প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন একজন মুসলিম নারী, যার নাম ফাতেমা আল ফিহরিয়া। মোটকথা, ইসলামের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এভাবেই বহু মুসলিম নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সফলতার সাক্ষর রেখেছিলেন। নারী শিক্ষার উন্নয়নে ইসলামের অগ্রণী ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

যেসব কাজ ব্যবসার বরকত নষ্ট করে

উবাইদুল্লাহ নাঈম সিরাজী

রিজিক অনুসন্ধানের জন্য মানুষ যেসব পেশা বেছে নেয়, তার মধ্যে পবিত্র একটি পেশা হলো ব্যবসা। কেউ যদি কোরআন-হাদিসের নির্দেশনা মোতাবেক সত্ভাবে ব্যবসা করে, তবে মহান আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তার জীবন বরকতময় করেন। আখিরাতকেও সুখময় করবেন ইনশা আল্লাহ। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সত্যবাদী ও শহীদের সঙ্গে থাকবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ১২০৯)

কিন্তু কিছু কাজ আছে, যেগুলো ব্যবসার বরকত উঠিয়ে নেয়। বাহ্যিকভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এগুলো করা যৌক্তিক মনে হলেও তা মানুষের দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস করে দেয়। নিম্নে এ ধরনের কিছু কাজ তুলে ধরা হলো,

মাপে কম দেওয়া : শহর থেকে গ্রাম–সবখানে এই সমস্যাটি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

কিছু নির্দিষ্ট ব্যবসার ক্ষেত্রে এ কাজটি ব্যাপকভাবে হওয়ার কারণে মানুষ একে নিয়তি হিসেবে মেনে নিতে শুরু করেছে। অথচ এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'বহু দুর্ভোগ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়, যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় পূর্ণমাত্রায় নেয় আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কমিয়ে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না, তাদেরকে জীবিত করে ওঠানো হবে? এক মহাদিবসে, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়াবে।

' (সুরা : মুতাফফিফিন, আয়াত : ১-৬)

মানুষের এই পাপের কারণে দুনিয়াতেও বিভিন্ন বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, 'যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে, তখন তাদের ওপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসিবত।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪০১৯)

নিম্নমানের পণ্য দেওয়া : অনেক সময় দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের কৌশলে নিম্নমানের পণ্য দিয়ে দেয়, যা ক্রেতা তাৎক্ষণিক বুঝতেও পারে না। এ ধরনের প্রতারণাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে বিক্রি করছ?' তখন সে তাঁকে এ সম্পর্কে জানাল। এরই মধ্যে তিনি এ মর্মে ওহি প্রাপ্ত হলেন, আপনি আপনার হাত শস্যের স্তূপের ভেতরে ঢোকান। তিনি স্তূপের ভেতরে তাঁর হাত ঢুকিয়ে অনুভব করলেন যে তার ভেতরের অংশ ভেজা। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৫২)

মিথ্যা শপথ করা : ব্যবসায় অধিক লাভের আশায় অনেকে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার আস্থা অর্জন করতে অনেকে মিথ্যা শপথ পর্যন্ত করে বসে, যা নিষিদ্ধ। আবু জর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন হলো সেই ব্যক্তি, যে দান করে পরে খোঁটা দেয়; দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ইজার বা লুঙ্গি ইত্যাদি লটকিয়ে চলে; তৃতীয় ব্যক্তি, যে মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্য চালায়।' (নাসায়ি, হাদিস : ৫৩৩৩)

পণ্যের দোষ গোপন করা : কিছু পণ্য এমন আছে, যেগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা রাখে না। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তাদের পণ্যের দোষ গোপন করে সেই সরল ক্রেতাদের ঠকিয়ে দেয়। অথচ নবীজি (সা.) এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ করেছেন। উকবাহ বিন আমির (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। অতএব কোনো মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করে তা বিক্রি করা বৈধ নয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৪৬)

ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা : সাধারণত ব্যবসা পরিচালনার জন্য ঋণ (কর্জে হাসানাহ) নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে, তা যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করে দিলে সমস্যা নেই। কিন্তু অনেকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে চায় না। এতে আল্লাহ নারাজ হন। যার প্রভাব ব্যবসার ওপরও পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম।' (বুখারি, হাদিস : ২২৮৭)

সুদি লেনদেন করা : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোনো অতি কুফরকারী পাপীকে ভালোবাসেন না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৬)

এর প্রভাব কখনো কখনো দুনিয়াতেও দেখা যায় যে সুদি লেনদেনে জড়িত হওয়ার পর থেকে ব্যবসায় লোকসানের হার বেড়ে যায়। কারো কারো দুনিয়াতে এর প্রভাব অনুভূত না হলেও হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণে সে তো আখিরাত থেকে নিশ্চিতভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে চলে গেলে সেই ক্ষতি কোনো কিছু দিয়ে পোষানোর সুযোগ থাকবে না।

কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে গুদামজাত করা : রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন মৌসুমে ক্রেতাদের থেকে বাড়তি মুনাফা করার জন্য অনেক সময় অসাধু ব্যবসায়ীরা পণ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। অথচ এই কাজের শাস্তি মহান আল্লাহ দুনিয়া থেকেই দেওয়া শুরু করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে (বা সমাজে) খাদ্যদ্রব্য মজুদদারি করে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে শাস্তি দেন।'

(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২১৫৫)

অন্যের ক্রেতা ফুসলিয়ে নেওয়া : অনেকে আছে অন্যের ক্রেতাদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চায়, এ কাজ করতে তারা বিভিন্ন রকম প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

আরেকজনের ঠিক হয়ে যাওয়া বিক্রি বানচাল করে দিতে কৌশলে তার ক্রেতাকে ভুলভাল বোঝায়। নবীজি (সা.) এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা প্রতারণামূলক দালালি কোরো না। কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।' (বুখারি, হাদিস : ২১৪০)

ওয়াদা পূরণ না করা : ব্যবসা-বাণিজ্যে ওয়াদা রক্ষা করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশি দূর এগোনো যায় না। ঈমানদারের জন্যও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুমিন কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর অঙ্গীকার পূরণ করো, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

(সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪)

দাম বাড়াতে কৃত্রিম দরদাম : অনেক সময় ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম বাড়ানোর জন্য দালালের মাধ্যমে মিথ্যা দরদাম করায়। কোরবানির পশুর হাটে এ কাজ বেশি দেখা গেলেও পাইকারি বাজারগুলোতেও এ ধরনের কারচুপি চলে। ইসলামের এ ধরনের প্রতারণাও নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর 'নাজাশ' (ক্রেতাকে ঠকানোর জন্য দ্রব্যের দরদাম) করো না।'

(তিরমিজি, হাদিস : ১৩০৪)

এককথায় বলতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের রিজিক মহান আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত রিজিক যেকোনো মূল্যে আমাদের কাছে পৌঁছাবেন। অবৈধ পথ অবলম্বনের মাধ্যমে আমরা আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত রিজিকের চেয়ে এক কণা পরিমাণ বেশি অর্জন করতে পারব না। কিন্তু আমাদের এই অনৈতিক কাজটির জন্য আল্লাহর দরবারে অবশ্যই হিসাব দিতে হবে। তাই আমাদের উচিত, ব্যবসা-বাণিজ্য জীবনের সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া। মহান আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্লে-অফ থেকে বিদায় মিলানের, অন্তিম সময়ের গোলে শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

আপনজন ডেস্ক: প্লে-অফ পর্বেই শেষ এসি মিলান

ফেইনুর্ডের মাঠে প্রথম লেগে ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকায় ফিরতি লেগে সান সিরোতে জয় ছাড়া বিকল্প ছিল না এসি মিলানের। শুরুর মিনিটে সান্তিয়াগো হিমিনেজের গোলে সেই লক্ষ্যে এগিয়েও যায় দলটি। কিন্তু তাতেও রক্ষা হয়নি। ৭৩ মিনিটে হুলিয়ান কারানজার গোলে সমতায় ফেরে ফেইনুর্ড।

আর তাতেই কপাল পুঁড়ে সাতবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের। দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলে হেরে মিলানকে বিদায় নিতে হলো প্লে-অফ পর্ব থেকেই। খেলা শুরুর ৩৬ সেকেন্ডে গোল করে ভালো শুরুর আভাস দেয় এসি মিলান। গোল করেন মিলান ফরোয়ার্ড সান্তিয়াগো হিমিনেজ। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে একই মৌসুমে হিমিনেজ যে দলের হয়ে লিগ পর্বে গোল করেছেন, ক্লাব পাল্টানোর পর সেই দলের বিপক্ষেই প্লে-অফের ফিরতি লেগে গোল করলেন। সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে গোল করে উদযাপন করেননি তিনি। অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি মিলানের।

শেষ মিনিটের গোলে শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

দ্বিতীয় লেগে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটের খেলছিল তখন। বায়ার্ন ১-০ পিছিয়ে থাকায় দুই লেগের সমতায় খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর অপেক্ষায়। ঠিক তখনই কপাল পুড়ল সেল্টিকের। আলফন্সো ডেভিসের গোলে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে পরের ধাপে উঠল বায়ার্ন মিউনিখ। বায়ার্নের ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় প্লে-অফের ফিরতি লেগে সেল্টিকের সঙ্গে ১-১ ড্র করে শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়ে বুন্দেসলিগার সফলতম দল বায়ার্ন মিউনিখ। গত সপ্তাহে স্কটিশ দলটির মাঠে ২-১ গোলে জিতেছিল ভিনসেন্ট কম্পানির দল।

প্রথম লেগে প্রতিপক্ষের মাঠে জয়ে ফিরেও নিজেদের মাঠে চেনা রূপে মেলে ধরতে পারেনি বায়ার্ন। ৬৩ মিনিটে নিকোলাস কুনের গোলে খেয়ে পিছিয়ে উল্টো পিছিয়ে পড়ে দলটি। গোল খেয়ে যেন তেতে ওঠে বায়ার্ন। গুনাব্রিকে তুলে লেরয় সানে ও ডিফেন্ডার রাফায়েল গেরেরেইরোর জায়গায় আরেক ফরোয়ার্ড ডেভিসকে নামান কোচ। অনেক সুযোগ নষ্টের পর বায়ার্ন অবশেষে কাঙ্ক্ষিত গোলটির দেখা পায় শেষ মিনিটে। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনা,আর হতাশায় ডুবে মাঠ ছাড়তে হয় সেল্টিকের খেলোয়াড়দের।

শেষ ষোলোয় বেনফিকা

মোনাকোর মাঠে প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতার পর ফিরতি লেগে ড্র করে শেষ ষোলোয় উঠেছে বেনফিকা। ৩-৩ গোলে ফিরতি লেগ ড্র করায় দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলের জয়ে পেয়েছে পর্তুগালের ক্লাবটি। ১-১ গোলের ড্রয়ে প্রথমার্ধ শেষ করেছিল দুই দল। বিরতির পর আরো দুটি করে গোল করে দুই দল।

আতালান্তাকে কাঁদিয়ে শেষ ষোলোয় ক্লাব ব্রুগা

বেলজিয়ান ক্লাব ব্রুগার মাঠে প্লে-অফ প্রথম লেগ ২-১ গোলে হেরেছিল ইতালিয়ান ক্লাব আতালান্তা। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগেও ৩-১ গোলে হেরেছে ইতালির ক্লাবটি। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে ব্রুগা।

শালবনীতে রাজ্য প্রাথমিক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি বৈঠক

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: ৪০ তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১লা মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি নেতাজি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য ক্রীড়ার সাব কমিটির পশ্চিম মেদিনীপুরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে শালবনীর স্টেডিয়ামের হলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অনিমেষ দে শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, রাজ্য স্পোর্টস কো-অর্ডিনেটর শান্তনু দে, অখিল বন্ধু মহাপাত্র, অভিজিৎ ধাড়া প্রমুখ। চেয়ারম্যান অনিমেষ দে বলেন, রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকদের নির্দেশ মোতাবেক আমরা প্রতিটি কাজ সফলভাবে রূপায়ণ করার চেষ্টা করছি এবং আমাদের শিক্ষক মহাশয়দেরকে সাথে নিয়ে প্রতিটি কাজ আমরা নিপুনভাবে সম্পন্ন করে রাজ্য ক্রীড়াকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণ করব এই আশা রাখছি। তিনি এদিন আরো বলেন প্রায় পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে প্রায় 230 জন সেবক রাজ্য ক্রীড়ার সাথে যুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি বিষয়ে নিপুনভাবে দেখার জন্য প্রতিটি আলাদা কমিটি থাকছে এবং সেই কমিটির মাথায় এক জন করে সরকারি আধিকারিক থাকছেন।

হাওড়ায় প্রতিযোগীদের সংবর্ধনা

এম এ মনু ● হাওড়া

আপনজন: ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশন (গ্রামীণ) পক্ষ থেকে উলুবেড়িয়া পূর্ব সার্কেল পাঁচ জন প্রতিযোগীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, চেঙ্গাইল কিরন শশী শিক্ষা মন্দির প্রাইমারী স্কুলের তিন পড়ুয়া মাননাতা খান, মৌ প্রিয়া পাত্র, পল্লবী দলুই, সিজবেড়িয়া প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র শুভম খেনরা , চক্কলি কাজী নজরুল ইসলাম প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র আরিয়ান মিদ্দে দুটি ইভেন্টে সাফল্য অর্জন করেছে, যারা কিনা আগামী দিনে রাজ্যে স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চলেছে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর নির্মল কুমার যাদব, সংস্থা ও ব্যক্তিগত ভাবে পুরস্কার সামগ্রী তুলে দেন, চেঙ্গাইল শ্রী বিদ্যানিকেতন হাইস্কুল প্রধান শিক্ষক অচিন্ত্য কুমার জাশু, অঞ্চল ক্রীড়া সভাপতি রামসুন্দর চক্রবর্তী, কনভেনার দীলিপ প্রামানিক, শিক্ষা বন্ধু মনোজ ব্যানার্জি, প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরুর দিনে র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় পরিবর্তন

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরুর দিনে বড় পরিবর্তন এল আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয়বারের মতো আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের শীর্ষে উঠেছেন ভারতের ওপেনার শুবমান গিল।

তিনি টপকে গেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজমকে। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময়েও বাবরকে সরিয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন এই ওপেনার।

পরিবর্তন এসেছে আইসিসি ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়েও। রশিদ খানকে সরিয়ে প্রথমবারের মতো শীর্ষে উঠেছেন মহীশ তিকশানা। এই স্পিনারের দল শ্রীলঙ্কা অবশ্য চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নেই।

ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ফলই হিসেবে গিল শীর্ষে উঠেছেন। সর্বশেষ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তাঁর সর্বনিম্ন রানের ইনিংস ছিল ৬০ রানের (দ্বিতীয় ম্যাচ)।

বাকি দুই ওয়ানডেতে করেছিলেন ১১২ ও ৮৭ রান। ২৫৯ রান করে ছিলেন সিরিজের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। ১০৩ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন, গড়টাও ছিল ৮৬। সেই তুলনায় বাবরকে ফর্মহীন বলাই যায়।

সর্বশেষ ২১ ইনিংসেই ওয়ানডেতে কোনো সেঞ্চুরি করেননি এই ব্যাটসম্যান। গিলের (৭৯৬) চেয়ে ২৩ রেটিং পয়েন্ট পিছিয়ে আছেন বাবর (৭৭৩)। র‍্যাঙ্কিংয়ে গিল, বাবরের পরের ৩টি নাম রোহিত শর্মা, হাইনরিখ ক্লাসেন ও ড্যারিল মিচেলের।

তিকশানা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দারুণ বোলিং করেছেন। কলম্বোয় প্রথম ম্যাচে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। আর রশিদও সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছেন গত ডিসেম্বরে।

সব মিলিয়ে তিকশানার চেয়ে ১১ রেটিং পয়েন্ট পিছিয়েছেন রশিদ। আফগান এই লেগ স্পিনারের রেটিং পয়েন্ট ৬৬৯, তিকশানার ৬৮০। শীর্ষে পাঁচে থাকা বাকি ৩ বোলার হলেন বার্নার্ড শোলৎজ, কুলদীপ যাদব ও শাহিন আফ্রিদি। ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের মধ্যে শীর্ষে আছেন মোহাম্মদ নবী।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: কোন দলে গেম চেঞ্জার কারা

আপনজন ডেস্ক: উইকেটে এলেন ৩০তম ওভারে। মানে ওভার বাকি এখনো ২০টি। চাইলে ধরেও খেলতে পারতেন। ঝড় তোলার জন্য শেষের ওভারগুলোর জন্য অপেক্ষা করতেই পারতেন। কিন্তু প্রথাগত ওয়ানডে ইনিংস আপনার পছন্দ নয়। আপনি উইকেটে এসেই বেধড়ক মার দিয়ে উল্টো বোলারকে রাখলেন চাপে। মুহূর্তে খেলার চেহারা বদলে দিলেন। এটা যদি করতে পারেন, তাহলে আপনি একজন গেম চেঞ্জার।

এ তো গেল ব্যাটসম্যানের কথা। বোলাররাও এটা করতে পারেন। সে জন্য অবশ্যই তাঁকে নিতে হবে উইকেট। ফিল্ডাররা আর বাদ যাবেন কেন! একটা ক্যাচ খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, এমন ঘটনা নেই নাকি! বলে রাখা ভালো, এসব কোনো কিছু না করেও কেউ তাঁর দলকে জেতাতে পারেন। ওপেনিংয়ে নেমে ধরে খেলে শেষ পর্যন্ত দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়ারও বাড়তি একটা মহিমা আছে। আবার কিপটে বোলিংয়ে ব্যাটসম্যানকে চাপে রেখে সাফল্যর ঘটনাও অহরহ। তবে দিনে দিনে 'হঠাৎ খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া' ক্রিকেটারদের কদর একটু বেশিই বেড়ে চলছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও প্রতিটি দলে আছেন এ ধরনের ক্রিকেটার। যে দলে বেশি বেশি এ ধরনের ক্রিকেটার থাকবে, লড়াইয়ে তারাই থাকবে এগিয়ে।

ভারতের শ্রেয়াস আইয়ারের কথা ধরুন। আইয়ারের নাম শুনে চমকে উঠতে পারেন। এত নাম রেখে আইয়ার কেন? কিছু ক্রিকেটার এমন থাকে, যাঁদের প্রতিদিন নিজেদের প্রমাণ করতে হয়। আইয়ার সেই দলের। সে কারণেই নামটা নিয়ে একটু খটকা লাগতে পারে। তবে ভারতের এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আগাগোড়া একজন গেম চেঞ্জার।

সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিয়েই বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এ মাসের শুরুতেই নাগপুরে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম ম্যাচে ফিরে যান। ২৪৯ রানের লক্ষ্যে খেলতে নামা ভারতের ১৯ রানে ২ উইকেট নেই। সেখানে এসে চাইলেই তো ধরে ধরে খেলতে পারতেন। খেলেননি। করেছেন ৩৬ বলে ৫৯ রান। ঘরের মাঠে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে এই আইয়ার কিন্তু ১১৩ স্ট্রাইক রেটে ৫৩০ রান করেছিলেন। এই পারফরম্যান্সও অবশ্য তাঁকে বেশি দিন আলোচনায় রাখতে পারেনি। ওই যে আগেই বলা হলো—প্রতিদিন প্রমাণ করতে হওয়াদের দলে আইয়ার।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও কি সেই প্রমাণের মঞ্চ হয়ে উঠবে? ভারতের যদি আইয়ার হন, পাকিস্তানের এমন কে আছেন? খুব বেশি নেই। দলটি এখনো প্রথাগত ওয়ানডেই খেলে। মানে ব্যাটসম্যানরা শুরুতে সময় নিয়ে বুঝেশুনে হাত খোলেন। তবে তাঁদের মধ্যে একজনই ব্যতিক্রম। তিনি ফখর জামান।

ব্যতিক্রমী এই কাজ অভিষেকের পর থেকেই করে আসছেন ফখর। দেখাশোনার সময় নেই, দ্রুত রান তোলাই এই ওপেনারের কাজ। সেটাই তিনি করেন। কদিন আগে দেশের মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজের তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে উইকেটে টিতে থাকতে পেরেছেন। একটিতে করেছেন ৬৯ বলে ৮৪, অন্যটিতে ২৮ বলে ৪১। মানে ফখর উইকেটে থাকলে রানের গতি নিয়ে ভাবতে হয় না পাকিস্তানকে। আর টুর্নামেন্টের নাম যেহেতু চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ফখরকে ভুলবেন কী করে! ২০১৭ সালে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে পাকিস্তানের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল তো তাঁরই।

আজ আইএসএল-এ মহামেডান ও জামশেদপুর এফসি মুখোমুখি হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪-২৫ এর আইএসএল মরসুমের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে দর্শকরা। আজ জামশেদপুর এফসি বহুল প্রতীক্ষিত জামশেদপুর এফসি মহামেডান এসসি-র মুখোমুখি হবে, যা এক আকর্ষণীয় লড়াই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্লে-অফের লক্ষ্যে তাদের লক্ষ্য স্থির হওয়ায় এই ম্যাচটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হতে চলেছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। জামশেদপুর এফসি আজ তাদের শেষ প্রশিক্ষণ সেশন শেষ করেছে, গুরুত্বপূর্ণ এই লড়াইয়ের আগে তাদের কৌশলগুলিকে আরও উন্নত করেছে। দলটি আগামীকাল কলকাতা ভ্রমণ করবে, মোহামেডান এসসি-র বিরুদ্ধে তাদের আগের জয়ের উপর ভিত্তি করে দ্বিগুণ জয় অর্জন করতে আগ্রহী গোটা টিম। টানা দুটি পরাজয়ের পর, এই ম্যাচের দ্বারা তাদের প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখতে আগ্রহী। লীগ পর্বে চারটি ম্যাচ বাকি থাকায়, জামশেদপুর এফসি আইএসএল প্লে-অফের জন্য সরাসরি জায়গা অর্জনের জন্য সর্বাধিক পয়েন্ট সংগ্রহের দিকে এগিয়ে রয়েছে। প্রধান কোচ খালাদ জামিল তীব্র প্রশিক্ষণ সেশনের মাধ্যমে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের গেম পরিকল্পনা নিখুঁত করছেন এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলছেন। জামশেদপুর এফসির মনোবল বাড়ানোর জন্য জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা এখন মহামেডান এসসি-র চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য একেবারে পুরোদস্তুর ভাবে প্রস্তুত। তবে, মহামেডান এসসি-ও কিন্তু তাদের জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নয় মেন অফ স্টিলের বিরুদ্ধে তাদের আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাইবে তারা এবং স্কোর নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী হবে। উভয় দলই লিগ টেবিলে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের জন্য লড়াই করবে।

আজ সন্ধ্যা ৭:৩০ টায় কলকাতার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। এখন এটাই দেখার যে কোন দল জেতে, আর অবশ্যই দর্শকরা যে এক উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচের সাক্ষী হতে চলেছে তা নিয়ে কোন সন্দেহই নেই।

কলকাতা লিগের নিষ্পত্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আলিপুর কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা লিগের সূচি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল ডায়মন্ডহারবার এফসি। আইএফএ-র বিরুদ্ধে আইনী পথে যাওয়ার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ডহারবার এফসির। সেটাই করল তারা। লিগ নির্ধারণী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ডহারবার খেলার কথা ছিল। যদিও ইস্টবেঙ্গলকে ওয়াকওভার দেয় ডায়মন্ডহারবার। আরএফডিএল এবং আই লিগ টু-র ম্যাচও খেলতে হচ্ছিল ডায়মন্ডহারবারকে। সে কারণেই সেই ম্যাচে খেলতে অসুবিধা ছিল ডায়মন্ডহারবারের। আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েওছিল ডায়মন্ডহারবার এফসি। এবার আইনি পথে কিছুটা হলেও ন্যায় পেল অভিষেকের ক্লাব। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা লিগের নির্ধারণী ম্যাচ ছিল। ডায়মন্ডহারবারের ১৪ তারিখের আরএফডিএলের ম্যাচ পিছিয়ে দেয় আইএফএ। কিন্তু ডায়মন্ডহারবারের অভিযোগ ছিল আইএফএ সেই সিদ্ধান্ত অনেক দেরিতে জানানোয় তারা কলকাতা লিগের নির্ধারণী ম্যাচে দল নামাতে পারবে না। ইস্টবেঙ্গল-ডায়মন্ডহারবার ম্যাচ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টালবাহানা চলছিল। ওয়াকওভার দেওয়ায় পয়েন্টের দিক থেকে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। আইএফএ-র লিগ কমিটি ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে পারত। কিন্তু ট্রফির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আইএফএ-র বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ডহারবার এফসি। কলকাতা লিগের নিষ্পত্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। ফলে পয়েন্টে এগিয়ে থাকলেও এখনই কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন নয় ইস্টবেঙ্গল। আইএফএ-ও ঘোষণা করতে পারবে না। ১৯ মার্চ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। ডায়মন্ডহারবার এফসির সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আইএফএ-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু তারা তো আমাদের কথা শোনেনি। সে কারণেই আইনি পথে যেতে হয়েছিল। ১৯ মার্চ অবধি স্থগিতাদেশ পেয়েছি। এরপর বাকিটা দেখতে হবে।'

লিগ নির্ধারণী ম্যাচ হিসেবে যেটা দেখা হচ্ছিল, সেটা কি পিছনো যেত? আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'সেই ম্যাচের আগেও গ্যাপ ছিল। আইএফএ চাইলে ম্যাচটা আগেও করিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সেটা করেনি। সহজেই সেটা করতে হত। শুধু ইস্টবেঙ্গলের বিষয় নয়, মহমেডান ম্যাচটাও আমাদের জিততে হবে। তা হলে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারব। আমাদের বক্তব্য, সকল টিমকে সমান ভাবে দেখুক আইএফএ। সন্তোষ ট্রফির আগে ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান ও আমাদের ডাকা হয়েছিল।

বাংলাদেশকে আশীর্বাদ মনে করেন কোহলি

আপনজন ডেস্ক: হিন্দু ধর্মে লক্ষ্মী হচ্ছেন ধনসম্পদ ও সেভাগ্যের দেবী। বাংলাদেশকেও যেন সেভাবেই দেখছেন বিরাট কোহলি। আইসিসির টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে শুরুতেই পেয়ে আশীর্বাদ হিসেবেই মনে করছেন ভারতীয় ব্যাটার। তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বাংলাদেশকে পাওয়াটা সৌভাগ্য হিসেবে দেখছেন কোহলি।

সীমিত সংস্করণের সর্বশেষ দুই বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি টেনেই নিজের খুশির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশকে হারিয়ে ২০১১ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। একইভাবে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

২০১১ বিশ্বকাপের ম্যাচকে টেনেই তাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা জানিয়েছেন কোহলি।

ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির জয়

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের পারগাঁতি ক্রিকেট একাডেমির মাঠে পারগাঁতি ক্রিকেট একাডেমির বিরুদ্ধে জয়লাভ করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলারই ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সোমবার সারা বাংলা অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেটের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় জেলার দুই দল। ক্রিকেট প্রশিক্ষক আবু বক্কার মোল্লা জানান, এদিন টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পারগাঁতি ক্রিকেট একাডেমি। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি ১৬৬ রান তোলে। জবাবে পারগাঁতি ক্রিকেট একাডেমি ১০০ রান করে। আবু বক্কার মোল্লা জানান, ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির ঋষব পাল ৪০, কামরুদ্দিন ও সৃজিত উভয়েই ২০ এবং অনিক ১৫ রান করেন। ১৫ রান ও ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির অনিক।

MAHITOSH NANDY MAHAVIDYALAYA
JANGIPARA, HOOGHLY, PIN: 712404
WALK IN INTERVIEW
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে গ্রন্থাগার সহায়ক পদে নিয়োগ হবে। উপযুক্ত প্রার্থীদের ২৭/০২/২০২৫ তারিখে বেলা ১২টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসের শতবার্ষিকী ভবনের 5th floor-এ 1 C দপ্তরে সরাসরি ইন্টারভিউয়ের জন্য আবেদনপত্র সহ C.V. ও অন্যান্য কাগজপত্র (অরিজিনাল ও দুই সেট প্রত্যয়িত নকল) নিয়ে উপস্থিত হতে বলা হচ্ছে। লাইব্রেরী সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার এর কাজ করার দক্ষতা থাকা আবশ্যক। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের গ্রন্থাগারে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অধ্যক্ষ
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Hawue, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Hawue**